

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

উপদেষ্টা

মোঃ রেজাউল আহসান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধান

পরিচালনা পরিষদ
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

নির্দেশনা

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল

জুলাই ২০২৪

প্রকাশনা ও স্বত্বাধিকার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

মুদ্রণে

তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৪৭১২২৫৩৯, ০২-২২৩৩৮৩৩০৩, ০১৮১৯২৬৩৪৮১



বাণী

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২২-২৩ সময়কালের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহকে (এনজিও) অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলশ্রোতে আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরাসরি সহযোগিতা করার পাশাপাশি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন বিশেষভাবে নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সরকারের বিভিন্ন সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাঁদেরকে উন্নয়নের মূল শ্রোতে নিয়ে এসে জীবনমান উন্নয়নে ও দারিদ্র্যবিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি কাজ করছে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে পারলে সারাদেশে বিস্তৃত বিএনএফ এর সহস্রাধিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল শ্রোতে নিয়ে এসে যে কোন লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত অনুদানের পাশাপাশি বিশেষ অনুদান বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। বিশেষ অনুদান খাতের বরাদ্দ হতে দেশের ৫টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে 'গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৫টি সহযোগী সংস্থা এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১,০৫০টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলোকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্তকরণের লক্ষ্যে আরও বেশি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মধ্যে নিয়মিত কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে ৭.৪৮ কোটি টাকা এবং বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে ৪.৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ১২.০৩ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। অনুদানের টাকায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএনএফ নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে আরও ১৩.৩৯ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এ সময়ে বিতরণকৃত অনুদানের অর্থে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৭ হাজার। উল্লেখ্য, বিএনএফ প্রতিষ্ঠাকাল হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯৩.১৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে এবং প্রায় ২১ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অনুদানের পরিমাণ উন্নীতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে বিএনএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিএনএফ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত ৫০ কোটি টাকা ২৭ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে চার সহস্রাধিক গ্রাহকের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ যথাসময়ে গ্রাহকদের নিকট থেকে ঋণের কিস্তি আদায় করে বিএনএফ এর রিভলভিং ফান্ডে জমা দিচ্ছে। রিভলভিং ফান্ডে জমাকৃত অর্থ পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে। আদায়কৃত অর্থ পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে ১৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৩০.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১ম কিস্তিতে ইতোমধ্যে ১৬টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১২.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ১০০%।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মী ও হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ এর অর্থায়নে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার নামমাত্র কন্ট্রিবিউশনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ৩৯ জন নির্বাহী পরিচালক এবং ৯৮ জন কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ মোট ৩,৩৮৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে মানানসই থেকে কাজ করে যাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিএনএফ এর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যথাযথ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার' ডেভেলপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃত ফলাফল নিরূপনের জন্য 'ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন' এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য বিএনএফ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর অর্জিত সাফল্যের উপর 'প্রামাণ্যচিত্র' নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত প্রকাশনা ট্রেমাসিক বিএনএফ বার্তা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমসহ 'সাফল্যগাথা' স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা হচ্ছে। বিএনএফ এর অর্জনগুলো নিয়ে 'বিএনএফ এর সাফল্যগাথা' ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে একটি মানসম্মত 'পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেল' রয়েছে। সরকারের উচ্চ পদ হতে অবসরপ্রাপ্ত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দকে এই 'পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেল' এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ২৮ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেলভুক্ত রয়েছেন। সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন মাঠপর্যায়ে তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএনএফ এর কর্মকর্তাগণ নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করছেন।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত এফ-২০/ডি নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে নির্মাণাধীন ২টি বেজমেন্ট বিশিষ্ট ১২ তলা ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ, প্লাস্টার ও রঙের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুতায়ন ও ফিনিশিং এর কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ কাজের চলমান গতি অব্যাহত থাকলে ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে বিএনএফ এর অফিস নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং বিএনএফ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের মঙ্গল কামনা করছি।


মোঃ রেজাউল আহসান



বাণী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে ২০২২-২৩ সময়কালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত যা আমার জন্য সম্মান ও বিশেষ গৌরবের বিষয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্যবিমোচন। দেশের দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় উন্নীত করার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অনুদান ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া দেশের ছোট ও মাঝারি এনজিওসমূহ যাতে টিকে থাকতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা- যেমন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা, অনুদান ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৯ বছরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ১,১২০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৯৩.১৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ দরিদ্র পরিবার।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিএনএফ স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ছোট ও মাঝারি এনজিও এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, কৃষি, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিক্ষেপণ ও ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, মাদক প্রতিরোধ, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্ত-মানবতার সেবায় এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনামূলক কাজেও ভূমিকা রাখছে। এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর যেমন ভূমিকা ছিল তেমনি এসডিজি বাস্তবায়নেও ১৭টি গোলার মধ্যে ৯টি গোল নিয়ে সরাসরি কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর এ সফলতার মূলে রয়েছে সংস্থার সততা, নীতিতে আপোষহীনতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান, কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার ৩,৩৮৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বিএনএফ তার কার্যক্রমে সব সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে। সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণের জন্য দক্ষ মনিটরিং টিম রয়েছে। এ টিমে আছেন অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দক্ষ, অভিজ্ঞ, সরকারি, বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এ টিম অত্যন্ত নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে নিয়মিত সহযোগী সংস্থার কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করেন।

পরিচালনা পরিষদের সন্মানিত সদস্য, বিএনএফ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল সহযোগী সংস্থা ও তাদের কর্মীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাঠ পর্যায়ে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এসব কাজে সাফল্যের কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য। আমি আশা করি আগামীতে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের দরিদ্র বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ড. জিব্বার রহমান এনডিসি

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২২-২৩)



জনাব মোঃ রেজাউল আহসান
চেয়ারম্যান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা



জনাব রোকেয়া এ রহমান ৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ
ভোরে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ নোভেনা
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না
ইলাইহী রজিউন)।

জনাব রোকেয়া এ রহমান
চেয়ারম্যান, এ আর লিংক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা



ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস
সাবেক অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



কাজী রফিকুল আলম
সভাপতি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড



কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ
সিনিয়র পরিচালক, এডভোকেসি, ইনোভেশন অ্যান্ড এমইএএল (এআইএম), ব্র্যাক



জনাব এস এন কৈরী
চেয়ারম্যান, আরডিআরএস-বাংলাদেশ



জনাব মমতা চাকলাদার
নির্বাহী পরিচালক, পাবনা প্রতিশ্রুতি



ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক রেজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ‘অফিস অব দ্যা রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস’ কর্তৃক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্যবিমোচনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিও জড়িত তাদের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন এবং দক্ষ জনবল তৈরি ও সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিএনএফ এর মূল উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি’ শীর্ষক বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল দর্শন হলো-কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না, যা ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন ধারণা হলেও বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এটি অপরিহার্য। এসডিজির আওতায় ১৭টি মূল অভীষ্ট থেকে ৩৯টি সূচককে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এসডিজি মহাপরিকল্পনা ইতিমধ্যে আট বছর অতিক্রম করেছে, যার বাস্তবায়ন গতি কোভিড-১৯ মহামারি ও ইউরোপে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কিছুটা হলেও হুমকির মুখে পড়েছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য হ্রাসের পরিবর্তে এখন তা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে এসডিজি অর্জনে সরকারের ভূমিকা মুখ্য হলেও বেসরকারি খাতের গুরুত্বও অপরিসীম। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হলে বেসরকারি খাতের শক্তিশালী অংশগ্রহণ নিশ্চিতের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯টি অভীষ্টসহ ৩০টির অধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, কৃষি, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিক্ষেপণ ও ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু পালন, সৌর বিদ্যুৎ এবং বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ভূমিকা রাখছে।

বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও তাদের কর্মীদের ৪টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিএনএফ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান, গবাদি পশু পালনের জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া ও গাড়ল প্রদান ও ইহা পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান, হতদরিদ্রদের মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি টেকসই উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ‘কেউ রবে না পিছিয়ে’ এসডিজি এর এ মূলমন্ত্র সামনে রেখে বিএনএফ সকল কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে নারী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাস্তবায়নকারী এবং পরিকল্পিত সুবিধাভোগী হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া উন্নয়নকে টেকসই ও অর্থবহ করা যাবে না, এ উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সকল কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিএনএফ এর মোট উপকারভোগীর বাষট্টি শতাংশেরও বেশি নারী। তাঁদের আর্থিক, পেশাগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ন্যায্যতার সাথে ক্ষমতায়নে বিএনএফ নিরলস কাজ করছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অনেক এনজিও থাকলেও স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য এনজিও এর বিকাশ ও কার্যক্রম সারাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে সরকারের সমান্তরাল আরও একটি জনসেবার শ্রোত তৈরি হয়। বিএনএফ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও

জীবনমান উন্নয়নে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার 'কোভিড-১৯'জনিত বৈশ্বিক মহামারির কারণে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত উজ্জীবন ঋণ এবং পিছিয়ে পড়া ও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করা জনগণকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ৫০.০০ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করেছে। বিএনএফ এ কর্মসূচিকে সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন জোরদার করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিএমএসএমই খাত উজ্জীবন ঋণের পাশাপাশি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে সর্বমোট ১২.০৩ কোটি টাকার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আরো একটি বছর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। বিএনএফ এর কর্মসূচিসমূহকে সফলভাবে বাস্তবায়নে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে সহযোগী সংস্থাসমূহের আন্তরিক ও ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কাজিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

- ৩ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ
- ৩ সাধারণ পরিষদ
- ৫ পরিচালনা পরিষদ
- ৬ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর জনবল (২০২২-২৩)
- ৭ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা

দ্বিতীয় অধ্যায়

- ৩১ বিএনএফ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব
- ৩৩ অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া
- ৩৫ অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা
- ৩৭ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিশেষ সহায়তা
- ৩৮ বিএনএফ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
- ৪৭ বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন
- ৫০ কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন
- ৫০ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর “বিএনএফ বার্তা”
- ৫১ সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- ৫২ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা
- ৫৩ বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান
- ৫৫ রাঙ্গামাটির পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে বিএনএফ এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন
- ৫৬ ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৮-তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান

তৃতীয় অধ্যায়

- ৬১ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি
- ৬৩ সাফল্যগাথা (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ)

চতুর্থ অধ্যায়

- ৮১ তহবিল ব্যবস্থাপনা
- ৮৩ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

প্রথম অধ্যায়

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ
 - সাধারণ পরিষদ
 - পরিচালনা পরিষদ
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর জনবল (২০২২-২৩)
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ

- সাধারণ পরিষদ
- পরিচালনা পরিষদ
- চেয়ারম্যান
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদ গঠন :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(ii) বিধানমতে দারিদ্র্যবিমোচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী বা অভিজ্ঞ ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। এছাড়া, আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(v) বিধানমতে যে সব এনজিও সরকারের নিকট হতে নিবন্ধিত, যারা সর্বনিম্ন ৩ বছর ধরে দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচি এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে, যারা বিএনএফ এর আয়বিধায়ক তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে এরূপ ৭টি এনজিওকে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত ৭টি এনজিও ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

- (১) ব্র্যাক;
- (২) ঢাকা আহুতানিয়া মিশন;
- (৩) স্বনির্ভর বাংলাদেশ;
- (৪) ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ;
- (৫) আরডিআরএস-বাংলাদেশ;
- (৬) ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) এবং
- (৭) ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর আর্টিকেলস্ অব অ্যাসোসিয়েশনের ৫.২(iii) বিধানমতে সহযোগী সংস্থার মধ্য হতে নিম্নোক্ত ৫টি সহযোগী সংস্থাকে দুই বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

- (১) পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা;
- (২) পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর;
- (৩) ডাক দিয়ে যাই, পিরোজপুর;
- (৪) রাসিন, ফরিদপুর এবং
- (৫) পরম্পর, পঞ্চগড়।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী :

- বিএনএফ এর নিয়ম, প্রবিধান প্রণয়ন;
- পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন;
- বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;
- বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন;
- অডিটর নিয়োগ ও তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং
- বিএনএফ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২২-২৩)

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
১	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সাবেক সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা	সদস্য
৪	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সাবেক সচিব	সদস্য
৫	জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সাবেক সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	বেগম রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
৭	***বেগম রোকেয়া এ রহমান প্রেসিডেন্ট, এ আর লিংক রেডক্রিসেন্ট কনকর্ড টাওয়ার (বার তলা), সুইট : বি, ১৭ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
৮	ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ	সদস্য
৯	জনাব মুহম্মদ খালেদ শামস সাবেক সচিব	সদস্য
১০	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস সাবেক অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
১১	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, ব্র্যাক ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-১২ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯	সদস্য
১৫	প্রতিনিধি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ৫/৫, ব্লক-সি, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৬	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি) হাউজ-৫৫৪, রোড-৯, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, শ্যামলী ঢাকা-১২০৭	সদস্য
১৭	প্রতিনিধি, আরডিআরএস-বাংলাদেশ হাউজ-৪৩, রোড-১০, সেক্টর-৬ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	সদস্য
১৮	প্রতিনিধি, ইসলামিক রিলিফ-বাংলাদেশ হাউজ নং-১০, রোড নং-১০, ব্লক-কে বারিধারা, ঢাকা-১২১২	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজিপাড়া, মিরপুর ঢাকা	সদস্য
২০	প্রতিনিধি, পাবনা প্রতিশ্রুতি বাড়ি-এ/৫, ব্লক: জে, রাধানগর, জেলা : পাবনা	সদস্য

	সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
২১	প্রতিনিধি, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম : বাঁশবাড়ীয়া, ডাকঘর ও থানা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর	সদস্য
২২	প্রতিনিধি, ডাক দিয়ে যাই বাড়ি-১, বাইপাস রোড, মাছিমপুর, জেলা : পিরোজপুর	সদস্য
২৩	প্রতিনিধি, রাসিন ১৬৫/১, মধ্য আলীপুর, (নতুন গোড়াউন সড়ক), জেলা : ফরিদপুর	সদস্য
২৪	প্রতিনিধি, পরস্পর এম আর কলেজ রোড, ডোকরোপাড়া, ডাকঘর : পঞ্চগড়, জেলা : পঞ্চগড়	সদস্য
২৫	ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

*** জনাব রোকেয়া এ রহমান ৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ভোরে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ নোভেনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রজিউন)।

পরিচালনা পরিষদ

পরিচালনা পরিষদ গঠন :

১১ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন এর একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা:

- ✦ সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি পরিচালনা পরিষদেরও চেয়ারম্যান হবেন;
- ✦ সরকার এনজিওসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তিনজন ব্যক্তিকে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করিবে;
- ✦ ফাউন্ডেশন এর সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে সাধারণ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত মোট ৬ জন সদস্য, যাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩ জন এনজিও প্রতিনিধি থাকিবে, যারা ফাউন্ডেশন এর আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদান করে সদস্য হয়েছেন এবং
- ✦ ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে সদস্য হবেন।

পরিচালনা পরিষদের কার্যবলী :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে। পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (২০২২-২৩)

	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
১	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	বেগম রাশেদা কে. চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
৩	***বেগম রোকেয়া এ রহমান প্রেসিডেন্ট, এ আর লিংক রেডক্রিসেন্ট কনকর্ড টাওয়ার (বার তলা), সুইট : বি, ১৭ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	সদস্য

	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের নাম	পদবি
৪	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস সাবেক অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
৫	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি অতিরিক্ত সচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
৭	কাজী রফিকুল আলম সভাপতি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন বাড়ি নং-১৯, সড়ক নং-১২ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯	সদস্য
৮	কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ সিনিয়র পরিচালক, এডভোকেসি ইনোভেশন এবং এমইএএল (এআইএম), ব্র্যাক ৭৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২	সদস্য
৯	জনাব এস এন কৈরি চেয়ারম্যান, আরডিআরএস-বাংলাদেশ হাউজ-৪৩, রোড-১০, সেক্টর-৬ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	সদস্য
১০	বেগম মমতা চাকলাদার নির্বাহী পরিচালক, পাবনা প্রতিশ্রুতি	সদস্য
১১	ড. জিলুর রহমান এনডিসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য

*** জনাব রোকেয়া এ রহমান ৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ভোরে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ নোভেনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রজিউন)।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর জনবল (২০২২-২৩)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ৩০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও মেধা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ :

- ১। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক
- ২। জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ, উপমহাব্যবস্থাপক
- ৩। জনাব মোস্তফা কামাল ভূঞা, উপমহাব্যবস্থাপক
- ৪। জনাব সুভদ্রা বিশ্বাস, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৫। জনাব মোঃ আরিফ হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৬। জনাব এ.এস. এম, তরিকুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
- ৭। জনাব সেহেলী পারভীন, নির্বাহী অফিসার
- ৮। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, নির্বাহী অফিসার
- ৯। জনাব মোঃ আরেফিন মাহমুদ, নির্বাহী অফিসার
- ১০। জনাব মোঃ সাঈদুল আলম, নির্বাহী অফিসার
- ১১। জনাব মোছাম্মৎ জাকিয়া লাবনী, নির্বাহী অফিসার
- ১২। জনাব মোঃ লিয়াকত মোস্তফা, সহকারী প্রোগ্রামার
- ১৩। জনাব এ. এইচ. এম বদরুল মওলা, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৪। জনাব মোঃ শাজাহান আলী, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৫। জনাব মুহম্মদ হামিদুর রহমান, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৬। খন্দকার সাইফুর রহমান, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৭। জনাব মোহাম্মদ মাজেদুল হক, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৮। জনাব মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার
- ১৯। জনাব মিন্টু লাল মন্ডল, নির্বাহী সহকারী
- ২০। জনাব ফাহিমদা আক্তার, নির্বাহী সহকারী
- ২১। জনাব মেহেদী হাসান, নির্বাহী সহকারী
- ২২। জনাব মনোয়ার আযম, নির্বাহী সহকারী
- ২৩। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, গাড়ি চালক
- ২৪। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, গাড়ি চালক
- ২৫। জনাব মোঃ আব্দুল খালেক সেখ, গাড়ি চালক
- ২৬। জনাব মোঃ পারভেজ, গাড়ি চালক
- ২৭। জনাব মোঃ গোলাম মাওলা, অফিস সহায়ক
- ২৮। জনাব জহিরুল ইসলাম, অফিস সহায়ক
- ২৯। জনাব রেহানা খাতুন, অফিস সহায়ক
- ৩০। জনাব মোঃ আল আমিন, অফিস সহায়ক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা



০৭ পৌষ ১৪৩০/২২ ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার সন্ধ্যা ০৬:০০ টায় ব্র্যাক সেন্টার ইন সম্মেলন কক্ষে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর সাধারণ পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। হেমন্তের সোনালি ডানায় ভর করে চলে এসেছে শীত। বিজয়ের এ মহান মাসে পৌষের এ সুন্দর সন্ধ্যায় আপনাদেরকে সু-স্বাগত জানাচ্ছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। ০৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এ মাসে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর Sponsor ও Subscriber হিসেবে স্থায়ী সদস্য এবং পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব রোকেয়া আফজাল রহমান মৃত্যুবরণ করায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন



০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর Sponsor ও Subscriber হিসেবে স্থায়ী সদস্য এবং পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব রোকেয়া আফজাল রহমান মৃত্যুবরণ করায় তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমাদের মাঝে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে উপস্থিত আছেন সিভিল সার্ভিসের কিংবদন্তী ও প্রবীণ সদস্যগণ বিশেষ করে সাবেক সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ। আরও উপস্থিত আছেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব সিরাজুল নূর চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ; সদস্য জনাব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, চাঁদা প্রদানকারী সদস্যবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে সাধারণ সদস্যবৃন্দ। শত ব্যস্ততার মাঝেও আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

১৪ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি আমার দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা। দীর্ঘ ৩২ বছরের চাকুরি জীবনে আমি সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি ও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করেছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে

চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমাজের মূলস্রোত থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় তথা সদাশয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিএনএফ এর সাথে আমার এ পথচলায় আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, উজ্জীবিত করেছে এবং কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সারাদেশে এনজিও (সহযোগী সংস্থা) এর মাধ্যমে হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর একটি অংশীদারিত্ব ছিল। যথাসময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনেও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিজেকে অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিএনএফ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি কাজ করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

করোনা অতিমারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে বিশ্ব এখন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক অতিমারিতে এবং ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিশ্বজুড়ে মূল্যবাহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করার সুযোগ নেই। সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনও সহযোগী সংস্থাসমূহকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের সাথে কাজ করে যাবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশ্ব যখন স্বাভাবিক গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে তখন যেমন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিশেষ ব্যবস্থায় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল, তেমনি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন

প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতায়ও বিএনএফ তার কাজের গতিশীলতা বজায় রেখেছে। আলোচ্যসময়ে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য ০৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএনএফ সহযোগী সংস্থার মধ্যে মোট ১২.০৩ কোটি (৭.৪৮ কোটি + ৪.৫৫ কোটি) টাকা নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। অনুদানের টাকায় গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৪৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরবর্তী সময়ে ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে অনুদান হিসেবে আরও প্রায় ৬.৫০ কোটি টাকা বিতরণ করে। এ সময়ে বিতরণকৃত অনুদানের অর্থে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাকাল হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ১৮০ কোটি টাকা এবং তৎপরবর্তী ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৬.৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় ১৮৬.৫০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে প্রায় ২১ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের প্রায় ১ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে বিএনএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অনুদানের পরিমাণ উন্নীতকরণে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন শুরু থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করলেও ২০২০-২১ অর্থবছর হতে অনুদান প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। কোভিড-১৯

পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ পর্যন্ত মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ৪,০৩৫ জনের মধ্যে বিতরণ করেছে। এ পর্যন্ত আসল ও সুদসহ প্রায় ৩১ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। এ ঋণের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগণ তাঁদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত অর্থ পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ এবং বিতরণকৃত ঋণের সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালন খাতে ব্যয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুরোধ জানানো হলে এর পরিত্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত অর্থ পুনরায় ঋণ হিসেবে বিতরণ এবং প্রাপ্ত সুদ/সেবামূল্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করার অনুমোদন প্রদান করে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণে প্রণোদনার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ঋণের আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund এ জমা রেখে প্রাপ্ত সুদ/সেবামূল্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করার বিষয়ে পরিচালনা পরিষদের ১৭৩তম সভায় অনুমোদিত হয়।

আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুকূলে বিশেষ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মঞ্জুরি আদেশে অর্থ বিভাগের শর্ত মোতাবেক প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে বিএনএফ থেকে

‘গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ৫টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ৫টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ইতোমধ্যে প্রায় ১.৮৫ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ১,০৫০টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত গ্রামগুলোকে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্যমুক্তকরণের লক্ষ্যে আরও বেশি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে বরাদ্দ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামগুলোর অনুদানপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর দারিদ্র্যবিমোচন হচ্ছে কি না/দারিদ্র্যবিমোচন কতটুকু হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে পৌছাতে আরও কত সহযোগিতা প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিএনএফ এর কাজে বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে, কাজের ব্যাপ্তি ও পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে একদল দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে, যারা গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে দ্রুততার সাথে সেবা দেওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন জনবলকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিএনএফ এর চাকুরি বিধিমালা মোতাবেক যোগ্যদের পদোন্নতি প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে আরও বেশি গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণ ও কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন করছেন। প্রণোদনা ঋণের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।

আপনারা অবগত আছেন, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যথাযথ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ‘ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার’

ডেভেলপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ‘ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার’ ডেভেলপ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিএনএফ এর নিজস্ব ওয়েবসাইটিকে এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় সরকারি ওয়েবসাইটের আদলে তৈরি করা হয়েছে। বিএনএফ এর অর্জনগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে ‘সাফল্যগাথা’ নামে আলাদা একটি মডিউল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে সারাদেশে বিএনএফ এর সাফল্যগাথার চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়া, নিয়মিত প্রকাশনা ত্রৈমাসিক বিএনএফ বার্তা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সাফল্যগাথা স্বল্প পরিসরে প্রকাশ অব্যাহত আছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ওয়েব মেইল Bangladesh Computer Council এর National Email System এ সংযুক্ত করা হয়েছে। ডোমেইন বেজড ই-মেইল info@bnf.gov.bd এর মাধ্যমে পত্রাদি আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই, রাজধানীর শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় এফ-২০/ডি নং প্লটের ১০ কাঠা জমিতে ২টি বেজমেন্টবিশিষ্ট ১২ তলা ভবন নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ভবন নির্মাণের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত প্রজেক্ট স্টেয়ারিং কমিটি (PSC) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির (PIC) সভা নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। পরিচালনা পরিষদ সভায় ভবন নির্মাণের অগ্রগতি নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে এবং পরিচালনা পরিষদ হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে ভবন নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন ভবনটির

১২ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ করে অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ কাজের চলমান গতি অব্যাহত থাকলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হতে পারে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। যথাসময়ে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ভবনের উদ্বোধনসহ বিএনএফ এর অফিস নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভবন নির্মাণের অর্থ সংস্থানের বিষয়ে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সচিব এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছি। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে বিএনএফ এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ অর্থ সংস্থানের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন পাওয়া গেছে। ভবন নির্মাণের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকার মধ্যে ইতোপূর্বে ২১.৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.২৫ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.২৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩১ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। অবশিষ্ট প্রায় ৯.৫০ কোটি টাকা বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। যা পরবর্তীতে পরিচালনা পরিষদ সভায় অনুমোদন নিয়ে বিএনএফ এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে সরকার হতে বরাদ্দকৃত ৫.২৫ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনারা অবগত আছেন যে, সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক মূল্যায়ন

শেষে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা করা হয়। বিএনএফ এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃত ফলাফল নিরূপণের জন্য ‘ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন’ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর অর্জিত সাফল্য বিএনএফ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য একটি সৃজনশীল, যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় ‘প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ’ এর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

০২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস। ০২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যালয়সহ সারাদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৯তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত হয়।

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান র্যালি করে, বেলাুন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি, পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিএনএফ এর কার্যালয়ে ব্যালি, কেক কাটা, আলোচনা সভা, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান, ১০টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ২৫.৫০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক প্রদান করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং যমুনা টেলিভিশনসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং জাতীয় ও স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের সকল জেলায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে উৎসবমুখর পরিবেশে দিবসটি পালন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপনের খবর বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য সদস্যবৃন্দ অব্যাহতভাবে বিএনএফ এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করছেন, যা বিএনএফ এর কার্যক্রমকে একটি প্রশংসনীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সাধারণ পরিষদ এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দারিদ্রবিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সংগঠন। সরকারি আনুকূল্য অব্যাহত থাকলে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএনএফ উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার পর হতে এ পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাস্তবায়িত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে আমি আপনাদের অবহিত করতে চাই।

- ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Gratuity Fund স্বীকৃতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক Gratuity Fund স্বীকৃতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর Sponsor ও Subscriber হিসেবে স্থায়ী সদস্য এবং পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব রোকেয়া আফজাল রহমানের মৃত্যুতে আনিত শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব রোকেয়া আফজাল রহমানের মৃত্যুতে অদ্যকার সভায়ও আলোচ্যসূচি মোতাবেক শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে;
- পরিবীক্ষণে কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে এরূপ ১২০টি সহযোগী সংস্থার প্রাথমিক তালিকা অনুমোদন করা হয়। উক্ত তালিকা হতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করে নির্ধারিত প্রকল্পে প্রতিটিকে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করা হচ্ছে;
- ইমপ্রেস্ট ফান্ডের সীমা ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে নিরাপত্তা প্রহরী সরবরাহের জন্য, গার্ড প্রতি সেবামূল্য ১০% বৃদ্ধি করে অরিয়ন সিকিউরিটি সার্ভিসেস লি. এর সাথে ০২ মে ২০২৩ তারিখ হতে পরবর্তী এক বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক অরিয়ন সিকিউরিটি সার্ভিসেস লি. এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৭৫,০২,৫৩,৮৯৯/- (পঁচাত্তর কোটি দুই লক্ষ ত্রিশান্ন হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯৩,৮৯,৫৯,০০০/- (তিরানব্বই কোটি উননব্বই লক্ষ উনশাট হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক অদ্যকার সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে;
- ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন বিষয়ে কার্যপরিধি (Terms of Reference-ToR) প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন সম্পন্ন করার জন্য বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপে বিএনএফ এর পক্ষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাসকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নির্মিতব্য প্রামাণ্যচিত্রটিকে সৃজনশীল যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় করার জন্য খসড়া কার্যপরিধি (Terms of Reference-ToR) সংশোধনসহ শুরু থেকে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপে বিএনএফ এর পক্ষে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাসকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে;
- ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৯৯.০১০.২৩.১৩২ নম্বর স্মারক মাধ্যমে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে প্রতিবছর ০১ জুলাই তারিখে প্রাপ্য মূল বেতনের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে 'বিশেষ সুবিধা' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি চূড়ান্ত করা হয়। সিদ্ধান্তে উল্লিখিত আলোচ্যসূচি মোতাবেক নোটিশ জারি করা হয়। যা অনুসরণ করত অদ্যকার সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আংশিক সংশোধন সাপেক্ষে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অদ্যকার সভায় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হবে;
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর জন্য ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুরক্ষা প্রযুক্তি (Security technology) ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে;
- বিএনএফ এর উপকারভোগীদের মাঝে সমিতি গঠন করে সঞ্চয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পরামর্শ প্রদান করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত বিষয়ে সকল সহযোগী সংস্থাকে পত্র মারফত জানানো হয়েছে;

- ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ তৈরি করে রক্তদান সম্পর্কিত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করে অসুস্থ বিশেষ করে দরিদ্র অসুস্থ ব্যক্তি যাদের জরুরি রক্তের প্রয়োজন তাঁদের সাথে রক্তদাতাগণের সংযোগ তৈরি করে দেওয়ার বিষয়ে সহযোগী সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত বিষয়ে সকল সহযোগী সংস্থাকে পত্র মারফত জানানো হয়েছে;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দসহ অর্থ সংস্থানের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন পাওয়া যাওয়ায় ভবন নির্মাণের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকার মধ্যে ইতোপূর্বে ২১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.২৫ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.২৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করায় অবশিষ্ট প্রায় ৯.৫০ কোটি টাকা বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২২-২৩ সময়কালের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টসহ অডিট রিপোর্ট ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনার্থে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরের ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টসহ অডিট রিপোর্ট অদ্যকার সভায় অনুমোদনার্থে উপস্থাপন করা হবে;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি এর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ১৪ মার্চ ২০২৪ হতে আরও ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে ১৩ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ

করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি এর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ৩টি অডিট ফর্ম হতে প্রাপ্ত দরপত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য ৩টি অডিট ফর্ম হতে প্রাপ্ত দরপত্র অদ্যকার সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে;
- আয়বিধায়ক তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিভিন্ন ব্যাংকে মেয়াদ উত্তীর্ণ মোট ২৫৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এফডিআর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা প্যানেলভুক্তি, নিয়োজন ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নীতিমালা মোতাবেক মোট ০৮ জনকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা হিসেবে প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন আলোচ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করে সানুগ্রহ পরামর্শ প্রদান করবেন।

আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

- ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন -

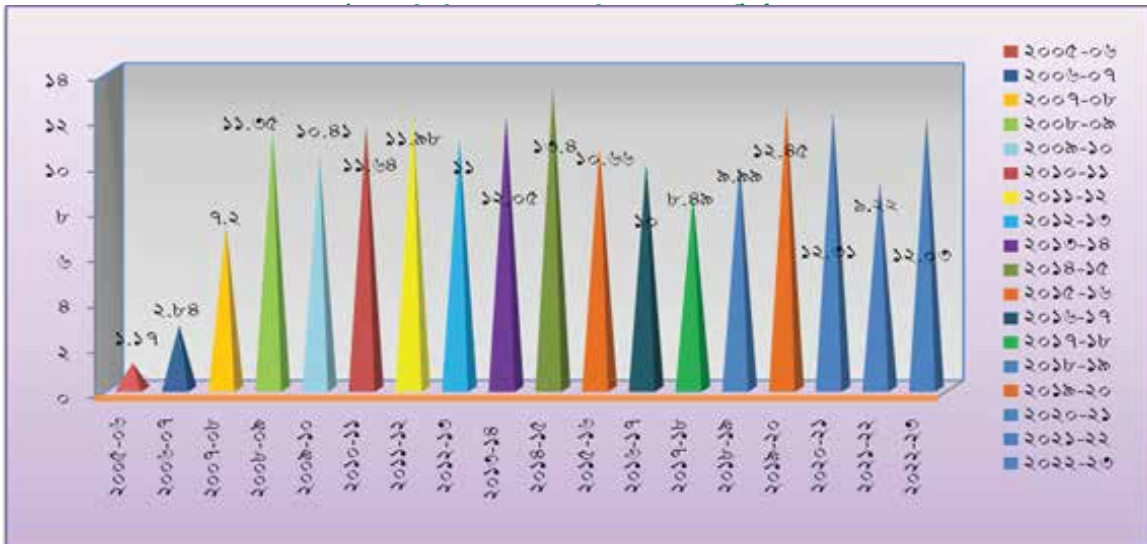
দক্ষতা, সেবা ও সহায়তা কাঠামোর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণের ভিশন নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করে চলেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান ও ঋণ প্রদান, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন লক্ষণীয় অবদান রাখছে। বিএনএফ এর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২১-২২) অনুষ্ঠিত হয়। সভা অনুষ্ঠানের পর জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিএনএফ যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করছি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে সম্মানিত সদস্য সাবেক সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা/অবদান বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি কাজ করার জন্য অসংখ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা/এনজিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এনজিওসমূহ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছিল। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহ অনুদান প্রদান সীমিত করায় অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিও এর সক্ষমতা থাকার পরও অর্থসংকটে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিওসমূহকে অর্থায়ন করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সময় তিনি সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণের পর বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়নমূলক সংস্থা ব্র্যাক এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কীভাবে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি এনজিওসমূহ অর্থায়নের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে ব্র্যাক এর চেয়ারপার্সন জনাব ফজলে হাসান আবেদ এ বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার প্রতিষ্ঠাকালীন রেজুলিউশন সংগ্রহ করে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার লক্ষ্যে জনাব ফজলে হাসান আবেদকে উৎসাহিত করেন, প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা তৈরি করেন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে জনাব রাশেদা কে চৌধুরীসহ শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের রূপরেখা তুলে ধরেন। তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ড. সাঈদত হুসাইনসহ তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, অর্থ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রথম পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অনুদান বিতরণের অগ্রগতি :

২৩ নভেম্বর ২০০৫ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১,১২০টি সহযোগী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



নিম্নবর্ণিত ছকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে বর্তমান সময়কালে অনুদান প্রদানের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

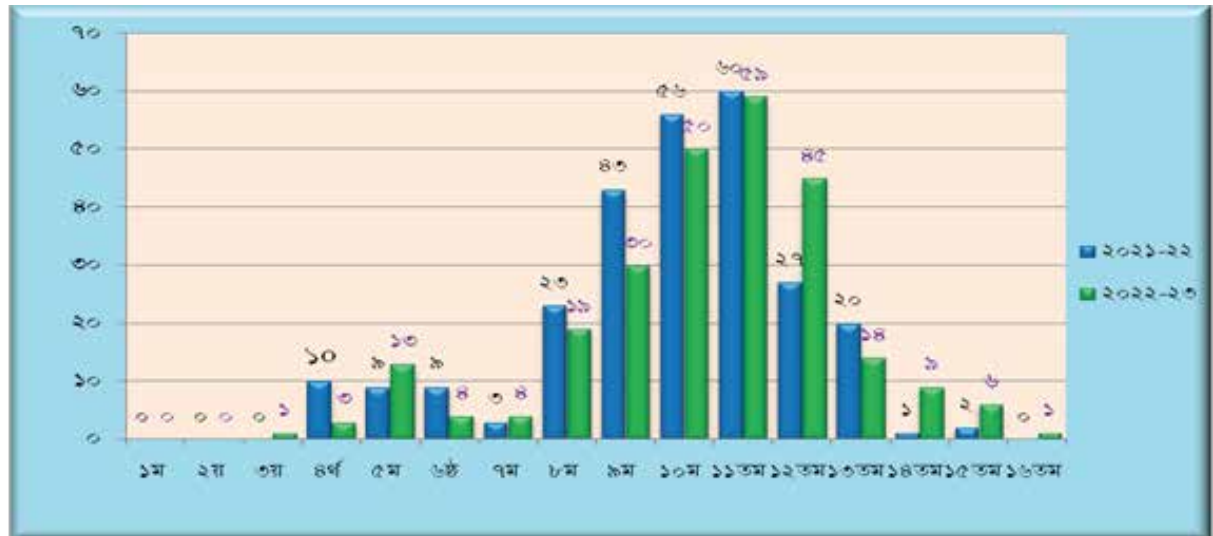
অর্থবছর ভিত্তিক অনুদান বিতরণ (২০০৫-০৬ হতে ২০২২-২৩)

অর্থ বছর	করোনায় ক্ষতি গ্রস্তদের অনুদান	পর্যায় সংখ্যা সহযোগী সংস্থার সংখ্যা																সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
		১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১ম পর্যায়	১২তম পর্যায়	১৩তম পর্যায়	১৪তম পর্যায়	১৫তম পর্যায়	১৬তম পর্যায়		
২০০৫-০৬		১১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১৭	১.১৭
২০০৬-০৭		১৭০	৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২৬৭	২.৮৪
২০০৭-০৮		৪২৩	১০৭	২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৫৩	৭.২০
২০০৮-০৯		২৫৮	৪১৫	৮০	১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭৭০	১১.৩৫
২০০৯-১০		৭৯	১৭৫	২০২	৬৫	১২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৩৩	১০.৪১
২০১০-১১		০	১৫৩	২৩৪	১৫৭	৪২	৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৯৫	১১.৬৪
২০১১-১২		০	১৭	১৮৩	২৪২	১১৯	৪১	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬০৭	১১.৯৮
২০১২-১৩		০	২	৫২	১২১	২১২	৭৩	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫০০	১১.০০
২০১৩-১৪		০	২	৮	৯৪	১২৮	১৭০	৫৩	২০	৪	০	০	০	০	০	০	০	৪৭৯	১২.০৫
২০১৪-১৫		৪৮	০	৪	২৩	১০০	১৫৩	১৪১	৫৬	১৩	২	০	০	০	০	০	০	৫৪০	১৩.৪০
২০১৫-১৬		২৫	১৪	৪	৪২	৯৩	১৩১	৭২	৪২	১২	২	০	০	০	০	০	০	৪৪৩	১০.৬৬
২০১৬-১৭		০	২৯	৫	৫	১৭	৫৫	১০৩	১২১	৫০	২৯	৯	১	০	০	০	০	৪২৪	১০.০০
২০১৭-১৮		০	১৫	২২	৬	৭	২৫	৫৮	৭৭	৮৩	৩০	১৬	৪	০	০	০	০	৩৪৩	৮.৪৯
২০১৮-১৯		০	৩	১৯	১০	৫	১৫	৩৭	৮০	১০৪	৬৪	২৯	১১	৬	০	০	০	৩৮৩	৯.৯৯
২০১৯-২০		০	২	১১	১২	৩	৫	২৪	৪৮	৫৫	৬৯	২১	১৪	৪	২	০	০	২৭০	৭.৪৫
২০২০-২১		০	০	৩	১২	৯	৪	৯	১৭	৪৯	৬৪	৫২	২২	৭	৭	১	০	২৫৪	৭.৩১
২০২১-২২	৫	০	০	০	১০	৯	৯	৩	২৩	৪৪	৫৬	৬০	২৭	২০	১	২	০	২৬৯	৭.৪৮
২০২২-২৩	৮	০	০	১	৩	১৩	৪	৪	১৯	৩০	৫০	৫৯	৪৫	১৪	৯	৬	১	২৬৬	৭.৪৮
সর্বমোট		১,১২০	১,০৩১	৮৫১	৭৮৩	৭১৮	৬৫৬	৬০৩	৫৩৮	৪৭৩	৩৭৬	২৪৮	১২৪	৫১	১৯	৯	১		১৬১.৯

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদান বিতরণের অগ্রগতি :

এ অর্থবছরে মোট ২৬৬টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৭.৪৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি সহযোগী সংস্থা এ অর্থবছরে ১৬তম পর্যায়ের অনুদান গ্রহণ করেছে। নিম্নবর্ণিত ছকে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুদান প্রদানের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে অনুদান বিতরণের সংখ্যা



২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদান বিতরণের বিবরণী

অর্থবছর	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়	৬ষ্ঠ পর্যায়	৭ম পর্যায়	৮ম পর্যায়	৯ম পর্যায়	১০ম পর্যায়	১১ম পর্যায়	১২তম পর্যায়	১৩তম পর্যায়	১৪তম পর্যায়	১৫তম পর্যায়	১৬তম পর্যায়	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
২০২২-২৩	১	৩	১৩	৪	৪	১৯	৩০	৫০	৫৯	৪৫	১৪	৯	৬	১	২৬৬	৭.৪৮
২০২১-২২	০	১০	৯	৯	৩	২৩	৪৩	৫৬	৬০	২৭	২০	১	২	০	২৬৮	৭.৪৮

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান :

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬টি নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভার মাধ্যমে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। এযাবৎ মোট ২৮০টি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে চেক বিতরণ করা হয়েছে।

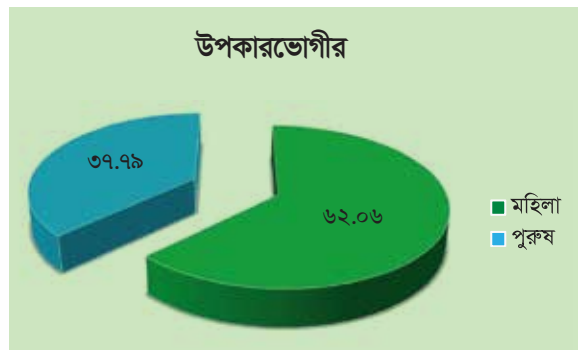
২৮০টি অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা :

অর্থবছর	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
২০০৫-০৬	৬
২০০৬-০৭	১১
২০০৭-০৮	২১
২০০৮-০৯	২৬
২০০৯-১০	১৭
২০১০-১১	২০
২০১১-১২	২০
২০১২-১৩	১৮
২০১৩-১৪	১৭
২০১৪-১৫	১৯
২০১৫-১৬	১৯
২০১৬-১৭	১৩
২০১৭-১৮	১৩
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	৯
২০২০-২১	৮
২০২১-২২	১৫
২০২২-২৩	১৬

মোট উপকারভোগী :

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ২০.৫৫ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবারের ৩৭.৭৯ লক্ষ পুরুষ এবং ৬২.০৬ লক্ষ মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৯৯.৮৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

২৮০টি অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা :



২০২২-২৩ অর্থবছরে উপকারভোগী :

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১৪ হাজার পুরুষ এবং ৩১ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৪৫ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বরাদ্দ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকার প্রদত্ত সিডমানি হতে অর্জিত লভ্যাংশ দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে প্রতিবছর ১০-১২ কোটি টাকার কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়। এ সীমাবদ্ধ অর্থ দ্বারা বিএনএফ কাজ করে যাচ্ছে। বিএনএফ এর সাফল্য বিবেচনা করে ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থ মন্ত্রণালয় সরাসরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ফলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিএনএফ প্রত্যন্ত অঞ্চলে নব উদ্দীপনায় কাজ করছে। উক্ত অর্থ হতে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য বিএনএফ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সুনির্দিষ্ট ৫টি গ্রামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিত জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দারিদ্র্যবিমোচনের বিভিন্ন পুঞ্জানুপুঞ্জ দিক পর্যালোচনা করে দারিদ্র্যবিমোচন করা হবে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (Household Income and Expenditure Survey-2016) তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্যপীড়িত জেলা, দেশের অভ্যন্তরে বিলুপ্ত ছিটমহল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র ও অবহেলিত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, চা শ্রমিককে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি গ্রামের বা এলাকা বিশেষ সমস্যা নিরসনে স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ পানি, আয়বর্ধক কর্মসূচিসহ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৪.৮০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৫.০২ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৫২টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ১.৭৪ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৯৯টি সহযোগী সংস্থার মাঝে ৪.৫৫ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান বিতরণের বিবরণী :

অনুদানের ধরণ	অর্থবছর	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	মোট (কোটি টাকা)
নিয়মিত	২০০৫-০৬ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত	১,১২০	১৬১.৯০
বিশেষ অনুদান	২০১৯-২০	৮৪	৪.৮০
	২০২০-২১	৮৪	৫.০২
	২০২১-২২	৫২	১.৭৪
	২০২২-২৩	৯৯	৪.৫৫
সিডর, ঘূর্ণিঝড়, শীতবস্ত্র, বন্যার্তদের ও অন্যান্য খাতে সহায়তা	২০০৭-২৩		২.৩৫
সর্বমোট			১৮০.৩৬

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তার বিবরণ (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগীর সংখ্যা
১	ওয়াটসান	২৮২
২	স্বাস্থ্যসেবা	২৪
৩	নারীর ক্ষমতায়ন	১৫৬
৪	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	৫৫
৫	গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালন এবং সবজি চাষ	২০৯
৬	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/বৃত্তি প্রদান	২১
৭	সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ	৪২
৮	সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, ইত্যাদি)	১৩
৯	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন	৯৯
১০	গৃহায়ন	২১
১১	সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন	১১
১২	মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩
১৩	খাদ্য ও পুষ্টি	১১
১৪	মৎস্য চাষ	৬
১৫	ভ্যান প্রদান	৬৩
১৬	কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন	২০

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগীর সংখ্যা
১৭	বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	৫
১৮	মাদকবিরোধী গণ সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন	১
১৯	অতিদরিদ্রদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	৪৬
২০	জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি (লোক সঙ্গীত, পটগান, গণনাট্য ও মঞ্চ উপস্থাপনা, ইত্যাদি)	১
২১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৯
২২	জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী উন্নত চুলা	৫
২৩	নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ	১
২৪	পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও বই বিতরণ	১
২৫	সৌর বিদ্যুৎ	১
২৬	নিরাপদ সড়ক ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	৩
২৭	নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি	১
২৮	মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ	১
২৯	সহযোগী সংস্থাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন	১
৩০	অন্যান্য	৮
	মোট সহযোগী সংস্থা	১,১২০

সহযোগী সংস্থাসমূহের সামর্থ্য/দক্ষতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ:

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ যেন দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে অফিস ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে এ সকল বিষয়ের প্রতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তজ্জন্য দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সহযোগী সংস্থার জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যে সব সংস্থার নিজস্ব স্থাপনা, প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত জনবল, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ মডিউল আছে এরূপ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। টিএমএসএস, ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায়; উদ্দীপন, ঢাকা; ভার্ক, ঢাকা; বাসা, টাঙ্গাইল; আরআরএফ, যশোর; সুশীলন, সাতক্ষীরা; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; আসপাড়া ট্রেনিং একাডেমী, ময়মনসিংহ; ইয়ং পাওয়ার অন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম এবং সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশালে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারীবৃন্দ ও বিএনএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএনএফ এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী				
কোর্সসমূহ	যাদের জন্য প্রয়োজ্য	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের তারিখ
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ	১৯ জন	টিএমএসএস, বগুড়া	১৮-২২ মার্চ ২০২৩
		২০ জন	আরআরএফ, যশোর	০৪-০৮ জুন ২০২৩
মোট		৩৯ জন		

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থের বিশেষ ঋণ কার্যক্রম :

পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুকূলে সরকারের নিকট হতে ৩টি ধাপে মোট (১০ কোটি + ২০ কোটি + ২০ কোটি) = ৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

২০০৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,২৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেসিক প্রশিক্ষণে (৫ দিন) Management of Finance & Accounts (Employees) বিষয়ে ৯৫৯ জন, Management of Finance & Accounts (ED) বিষয়ে ৪৩৫ জন, Organizational Development & Management বিষয়ে ৭০১ জন, Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে ৬৪৭ জন, Monitoring & Evaluation বিষয়ে ৪৪৮ জনকে এবং রিফ্রেশার্স কোর্সে (৩ দিন) ৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থী :

কোর্সসমূহ	যাদের জন্য প্রয়োজ্য
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ
Management of Finance & Accounts	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Organizational Development & Management	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ
Monitoring & Evaluation	নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ

ইতোমধ্যে ২৭টি সংস্থার মাধ্যমে ৪,০৩৫ জন গ্রাহককে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় আদায়কৃত অর্থ ঋণ বিতরণ নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পরিচালন খাতে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত নীতিমালা ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ/সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালন খাতে ব্যয়ের সদয় অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ গত ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে নং ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-১৮৭ জারীকৃত স্মারকে জানিয়েছে যে, অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত

রেখে সুদে-আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এতদুদ্দেশ্যে গঠিত Revolving Fund এ জমা রাখতে হবে শীর্ষক শর্তটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত করেছে।

“আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund এ জমা রাখতে হবে। গ্রাহক পর্যায়ে প্রাপ্ত শুধুমাত্র সুদ/সেবামূল্য এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিচালন খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তবে প্রদানকৃত ঋণ/বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদসহ আসল আদায়ের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।”

উল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ১৭০তম পরিচালনা পরিষদ সভার অনুমোদনান্তে অর্থ বিভাগে প্রেরিত নীতিমালাটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় পূর্বে প্রেরিত ১৪৯তম ও ১৫০তম পরিচালনা পরিষদ সভায় অনুমোদিত ও সংশোধিত নীতিমালা অনুসরণসহ ৪% সুদে প্রণোদনার ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ঋণের আসল বাবদ আদায়কৃত অর্থ Revolving Fund এ জমা রাখতে এবং সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সুদ/সেবামূল্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালন খাতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহ:

	সহযোগী সংস্থা	মঞ্জুরিকৃত ঋণ (কোটি টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি, শরীয়তপুর	২.২৫	২১৯
২	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী	২.২৫	৭৮
৩	পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা	৪.০০	৩০৪
৪	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও	৭.৫০	৩০৭
৫	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর	১.৫০	২৩২
৬	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যশোর	১.৭৫	১২০
৭	সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর	১.৫০	১২০
৮	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম	৬.২৫	৭১০
৯	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, মাদারীপুর	৩.২৫	১৯৪

	সহযোগী সংস্থা	মঞ্জুরিকৃত ঋণ (কোটি টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১০	ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাস্‌ড), ঢাকা	০.৫০	৪৫
১১	সোসিও-ইকোনমিক ব্যাংকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল	৪.০০	৩৫৮
১২	ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী	১.০০	১০১
১৩	পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর	০.৫০	৩১
১৪	সুশীলন, সাতক্ষীরা	১.০০	১৫৪
১৫	বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটারিয়ান এইড ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট	১.০০	৭৯
১৬	কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডব্লিউ), দিনাজপুর	১.০০	১১৯
১৭	সমাধান, যশোর	৩.৭৫	২৬৮
১৮	কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া	১.২৫	১৭৬
১৯	রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা	১.৫০	৬৪
২০	রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো), ঝিনাইদহ	০.৫০	৫৬
২১	প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা, কুমিল্লা	০.২৫	২২
২২	হোপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০.৫০	৩৪
২৩	ইডা (এনভায়রনমেন্ট এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন), সাতক্ষীরা	০.২৫	৩৫
২৪	নজীর (নতুন জীবন রচি), লালমনিরহাট	০.৫০	৩০
২৫	ডাক দিয়ে যাই, পিরোজপুর	১.৫০	৮০
২৬	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), টাঙ্গাইল	০.৫০	৭৩
২৭	রুরাল ইকোনমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ), রংপুর	০.২৫	২৬
	মোট	৫০.০০	৪,০৩৫

জেলাভিত্তিক ১,১২০টি সহযোগী সংস্থা :

	জেলা	সহযোগীর সংখ্যা
খুলনা বিভাগ		২৫৯
১	যশোর	৫৬
২	ঝিনাইদহ	৪০
৩	কুষ্টিয়া	৩৭
৪	সাতক্ষীরা	৩৭
৫	খুলনা	২৬
৬	চুয়াডাঙ্গা	১৪
৭	মেহেরপুর	১৪
৮	বাগেরহাট	১২
৯	মাগুরা	১১
১০	নড়াইল	১২
ঢাকা বিভাগ		২০৮
১১	ঢাকা	৩৪
১২	রাজবাড়ী	৩০
১৩	টাঙ্গাইল	৩০
১৪	ফরিদপুর	২১
১৫	কিশোরগঞ্জ	১৪
১৬	গোপালগঞ্জ	১৪
১৭	মাদারীপুর	১৪
১৮	মানিকগঞ্জ	১১
১৯	গাজীপুর	৯
২০	শরীয়তপুর	৯
২১	নরসিংদী	১২
২২	মুন্সিগঞ্জ	৬
২৩	নারায়ণগঞ্জ	৪
ময়মনসিংহ বিভাগ		৬৪
২৪	ময়মনসিংহ	১৯
২৫	জামালপুর	১৭
২৬	শেরপুর	১৬
২৭	নেত্রকোনা	১২
রংপুর বিভাগ		১৮৯
২৮	কুড়িগ্রাম	৩৯
২৯	লালমনিরহাট	৩২
৩০	দিনাজপুর	২৮
৩১	রংপুর	২২
৩২	নীলফামারী	১৮
৩৩	গাইবান্ধা	১৫
৩৪	পঞ্চগড়	১৪
৩৫	ঠাকুরগাঁও	২১

	জেলা	সহযোগীর সংখ্যা
রাজশাহী বিভাগ		১৬৬
৩৬	বগুড়া	৪৭
৩৭	পাবনা	৩০
৩৮	সিরাজগঞ্জ	২৩
৩৯	জয়পুরহাট	২২
৪০	নওগাঁ	১৭
৪১	রাজশাহী	১৫
৪২	নাটোর	৬
৪৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬
চট্টগ্রাম বিভাগ		১০৯
৪৪	কুমিল্লা	২৫
৪৫	চট্টগ্রাম	১৭
৪৬	নোয়াখালী	১১
৪৭	চাঁদপুর	১২
৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০
৪৯	লক্ষ্মীপুর	১০
৫০	রাঙ্গামাটি	৯
৫১	বান্দরবান	৭
৫২	খাগড়াছড়ি	৪
৫৩	ফেনী	২
৫৪	কক্সবাজার	২
বরিশাল বিভাগ		৮৪
৫৫	বরিশাল	২৫
৫৬	ভোলা	২০
৫৭	পটুয়াখালী	১৪
৫৮	বরগুনা	১১
৫৯	ঝালকাঠী	৮
৬০	পিরোজপুর	৬
সিলেট বিভাগ		৪১
৬১	হবিগঞ্জ	১১
৬২	মৌলভীবাজার	১৩
৬৩	সিলেট	৯
৬৪	সুনামগঞ্জ	৮

মনিটরিং কার্যক্রম :

সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদানের পরে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য মনিটরিং প্রক্রিয়া চালু আছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য বর্তমানে ১৭ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম :

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ২৪২টি সহযোগী সংস্থার এবং বিশেষ অনুদানের ৮৫টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণ পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফলাফল নিম্নরূপ :

নিয়মিত অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	১০৪	৪৩
উত্তম	৪২	১৭
সন্তোষজনক	১৩	৫
গ্রহণযোগ্য	৭৬	৩২
স্থগিত	৭	৩
মোট	২৪২	১০০

বিশেষ অনুদান

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	৩৫	৪১
উত্তম	১৫	১৮
সন্তোষজনক	২	২
গ্রহণযোগ্য	৩১	৩৭
স্থগিত	২	২
মোট	৮৫	১০০

২০২২-২৩ অর্থবছরে 'নথি পর্যালোচনা কমিটি' এর কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের ৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর্থিক অনিয়মের দায়ে স্থগিতকৃত ৫৯টি সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে 'নথি পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়। অর্থ আদায়ের জন্য এসব সহযোগী সংস্থাকে সাক্ষাৎকারে (দুই বার) ডাকা হলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৭টি সহযোগী সংস্থা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ২৭টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সহযোগী সংস্থার নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায় সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে কিস্তিতে ৩০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে এবং কিস্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে। অবশিষ্ট সহযোগী সংস্থার নিকট হতে অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা

প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার লিড সহযোগী সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি সহযোগী সংস্থা ২১,৯৫৫/- টাকা ফেরত প্রদান করেছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন :

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাদারীপুর, রংপুর, নরসিংদী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বিনাইদহ, মেহেরপুর, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, নীলফামারী এবং ঢাকা জেলা সফরকালে উক্ত জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২০২২-২৩ অর্থবছরে যশোর, বিনাইদহ, বগুড়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, পাবনা, ঢাকা জেলা সফরকালে সহযোগী সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা সভা এবং মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন করেন। অনুরূপভাবে বর্তমানে বিএনএফ এর কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের সভা :

২০২২-২৩ সময়কালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএনএফ এর স্ট্রনবল :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে বর্তমান ৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

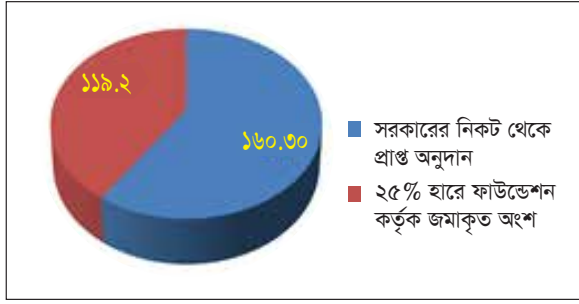
পদের নাম	কর্মরত জনবল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
উপমহাব্যবস্থাপক	২
সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৩
নির্বাহী অফিসার	৫
জুনিয়র নির্বাহী অফিসার	৬
সহকারী প্রোগ্রামার	১
নির্বাহী সহকারী	৪
গাড়ি চালক	৪
অফিস সহায়ক	৪
মোট	৩০

বিএনএফ এর আয়-বিধায়ক তহবিল :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আয়-বিধায়ক তহবিল হিসেবে মোট ১৬০ কোটি টাকা প্রদান করে। এছাড়া প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১.৭০ কোটি টাকা প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অবশিষ্ট ৩০ লক্ষ টাকা আয়-বিধায়ক তহবিলে জমা করা হয়। আয়-বিধায়ক তহবিলের শর্ত মোতাবেক স্থায়ী আমানতের মুনাফা থেকে ২৫% হারে বিনিয়োগের বিধান অনুসরণ করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১১৯.২০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২৭৯.৫০ কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এক নজরে আয়বিধায়ক তহবিল

সরকারের নিকট যে সময়কালে পাওয়া	সরকারের নিকট আয়বিধায়ক তহবিল হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	সরকারের নিকট প্রারম্ভিক ব্যয় হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	এফডিআর-এর পরিমাণ	বাধ্যতামূলক ২৫% হারে এবং অতিরিক্ত অর্থ তহবিলে জমা
২০০৪-০৫	৫০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০০	৫০,৩০,০০,০০০*	-----
২০০৫-০৬	৫০,০০,০০,০০০	১,৪০,০০,০০০	৫০,০০,০০,০০০	১,৯০,৭৮,৩০৪
২০০৬-০৭	২৫,০০,০০,০০০		২৫,০০,০০,০০০	৫,৮০,০০,০০০
২০০৭-০৮	-----		-----	৮,৫০,০০,০০০
২০০৮-০৯	২০,০০,০০,০০০		২০,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
২০০৯-১০	৫,০০,০০,০০০		৫,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
২০১০-১১	-----		-----	৫,০০,০০,০০০
২০১১-১২	-----		-----	৬,০০,০০,০০০
২০১২-১৩	-----		-----	১১,৫১,৭৭,০০০
২০১৩-১৪	১০,০০,০০,০০০		১০,০০,০০,০০০	৭,০০,০০,০০০
২০১৪-১৫	-----		-----	৭,১৯,৫০,৭৮৫
২০১৫-১৬	-----		-----	৯,৭৭,৯৩,৯১১
২০১৬-১৭	-----		-----	৪,১০,০০,০০০
২০১৭-১৮	-----		-----	৪,১৫,০০,০০০
২০১৮-১৯	-----		-----	৮,২৫,০০,০০০
২০১৯-২০	-----		-----	৯,৫০,০০,০০০
২০২০-২১	-----		-----	১০,০০,০০,০০০
২০২১-২২	-----		-----	৪,৫০,০০,০০০
২০২২-২৩	-----		-----	৫,০০,০০,০০০
মোট	১৬০,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	১৬০,৩০,০০,০০০	১,১৯,২০,০০,০০০
সর্বমোট এফডিআর			২৭৯,৫০,০০,০০০	



মোট আয় বিধায়ক ২৭৯.৫০ কোটি টাকা

বাজেট পরিক্রমা :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেট পাশ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত আয় ধরা হয়েছিল ১৩৬,৮৯,৬৮,৬৮১/- (একশত ছত্রিশ কোটি উননব্বই লক্ষ আটশটি হাজার ছয় শত একাশি) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার হতে ঋণ কার্যক্রম বাবদ ২০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান বাবদ ২৫ কোটি টাকা এবং ভবন নির্মাণ বাবদ ১০ কোটি টাকাসহ মোট ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র বিশেষ অনুদান বাবদ ৫ কোটি টাকা পাওয়ায় প্রকৃত আয় হয়েছে ৭৫,০২,৫৩,৮৯৯/- (পঁচাত্তর কোটি দুই লক্ষ তিশান্ন হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকা এবং অনুরূপভাবে ঋণ বিতরণ ২০ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান ২০ কোটি এবং ভবন নির্মাণ বাবদ ১০ কোটি টাকাসহ মোট ৫০ কোটি টাকা ব্যয় না হওয়ায় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫০,২২,০৪,১২০/- (পঞ্চাশ কোটি বাইশ লক্ষ চার হাজার এক শত বিশ) টাকা। প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩৬,৮৯,৬৮,৬৮১/- (একশত ছত্রিশ কোটি উননব্বই লক্ষ আটশটি হাজার ছয় শত একাশি) টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ধরা হয়েছে ৯৩,৮৯,৫৯,০০০/- (তিরানব্বই কোটি উননব্বই লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা। সম্ভাব্য আয়ের খাতসমূহের মধ্যে এফডিআর বিনিয়োগ হতে ১৯.৪৩ কোটি টাকা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান ১৫ কোটি টাকা, ভবন নির্মাণ বাবদ সরকারি অনুদান ১০.৫০ কোটি টাকা, অব্যয়িত ও অন্যান্য খাতে ২৫,৫৯,৯৯,৭৭৯/- (পঁচিশ কোটি উনষাট লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাত শত উনআশি) টাকা, ঋণ কার্যক্রম থেকে আসল প্রাপ্তি ২৩,২০,৩৪,২৭৫/- (তেইশ কোটি বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুই শত পঁচাত্তর) টাকা। সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি ১৬,২৪,৯৪৬/- (ষোল লক্ষ চব্বিশ হাজার নয় শত ছেচল্লিশ) টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৩,৮৯,৫৯,০০০/- (তিরানব্বই কোটি উননব্বই লক্ষ

উনষাট হাজার) টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয়ের খাতের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ৪,০৬,০৯,০০০/- (চার কোটি ছয় লক্ষ নয় হাজার) টাকা, নিয়মিত আর্থিক ব্যয় ১.৩০ কোটি টাকা, কর্মসূচি সংক্রান্ত ৮,০৬,৫০,০০০/- (আট কোটি ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ঋণ বিতরণ ২৭ কোটি টাকা, বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয় ১৭ কোটি টাকা, মূলধন ব্যয় ৯৭ লক্ষ টাকা, মূলধন ব্যয় (অফিস ভবন নির্মাণ) ৩০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ (এফডিআর) ৫.৫০ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের অডিট :

বিএনএফ এর ২০২২-২৩ অর্থবছরে হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আতা খান এন্ড কোংকে অডিটর নিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত ফর্ম নভেম্বর ২০২৩ মাসে হিসাব নিরীক্ষার পর অডিট রিপোর্ট ও ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

বিএনএফ এর অফিস ভবন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং এফ-২০/ডি এর ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ করে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়। ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ৯৯তম সভায় (২টি বেইজমেন্ট বিশিষ্ট ১২ তলা অফিস ভবনের নকশা) অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত নকশা ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ১১৯তম সভায় অনুমোদন করা হয়।

২০ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ১০৬তম সভায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৩০,৫৭,৫৮,৪৩১/- (ত্রিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত একত্রিশ) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ত্রয় চুক্তির মৌলিক শর্ত ভঙ্গ (Fundamental Breach of Contract) করায় ০২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর কার্যাদেশটি বাতিল করে। পুনঃদরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর সিভিল, সেনেটারি ও ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন কাজের জন্য ৩০,১০,২৪,৭০৩/- (ত্রিশ কোটি দশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা এবং ই/এম বিভাগ-৭ এক্সটার্নাল ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল কাজের জন্য ৮.৫৩ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩৮,৬৩,২৪,৭০৩/- (আটত্রিশ কোটি তেষটি লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা নতুন সংশোধিত ও পুনর্গঠিত প্রাক্কলন প্রেরণ করে। নতুন প্রাক্কলনে ৮,০৫,৬৬,২৭২/- (আট কোটি পাঁচ লক্ষ ছেষটি হাজার দুইশত বাহাত্তর) টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পুনঃদরপত্র ও প্রাক্কলন প্রণয়ন ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে অনুমোদিত রেট সিডিউল

অনুসরণের বাধ্যবাধকতার কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুসরণ করে প্রাক্কলনটি সংশোধন ও পুনর্গঠন করে। প্রাক্কলনটি ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পরিচালনা পরিষদের ১৪৪তম সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অফিস ভবন নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর পুনঃদরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Mazid Sons Construction Ltd.-M/S Md. Jamil Iqbal-M/S Anurag Traders (MSCL-JI-AT JV)কে ১৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে NOA এবং ২০ মে ২০২১ তারিখে সাইট বুঝিয়ে দেয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ; সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও প্রধান স্থপতি, গণপূর্ত বিভাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ৬৩০ কেভিএ এর স্থলে ১০০০ কেভিএ, জেনারেটর ৩০০ কেভিএ এর স্থলে ৫০০ কেভিএ বৃদ্ধি, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার গ্রাউন্ড এক্সপ্রেস লাইন হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া, ১২ তলা পর্যন্ত বিআরএফ এসির বোর্ড, পয়েন্টস, ইত্যাদির প্রতিশন রাখার জন্য ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত PIC কমিটি ও PSC কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চাহিদা মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের গণপূর্ত ই/এম-৭ হতে ৮.৫৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০.৩৮ কোটি টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন করে। যা ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ১৬৭তম সভায় অনুমোদিত হয়। সে মোতাবেক সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা হয়।

উল্লেখ্য যে, অফিস ভবন নির্মাণ বাবদ সরকার হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে এ পর্যন্ত ১০.৫৭ কোটি টাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভবনের ১২ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজ চলমান আছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর এসডিজি কার্যক্রম :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজি পূরণে এমডিজির মতো শক্তি বা সামর্থ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসডিজির যে ১৭টি অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তার ৯টি অভীষ্ট নিয়ে সরাসরি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনুদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও সমাজের অবহেলিতদের উন্নয়নের জন্য বিএনএফ ভবিষ্যতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

এ পর্যন্ত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অবদান' বিষয়ে সিলেট এবং ঢাকাতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; প্রফেসর ইমেরিটাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিএনএফ এর সাধারণ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ কার্যক্রম :

অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে এসডিজি বাস্তবায়নে মডেল হিসেবে ৫টি গ্রাম দারিদ্র্যমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যবিমোচনের নানা বিষয় অনুপুঞ্জ বিচার বিশ্লেষণ করে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা প্রস্তাবিত কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের আওতায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও মেহেরপুর জেলার ৫টি গ্রামে খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৫টি গ্রামের দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়।

যদিও বিচ্ছিন্নভাবে দারিদ্র্যনিরসনের অনেক উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেওয়া হয়েছে। একটি গ্রামের উপর আলোকপাত করে সুপারিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীর মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামটিকে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্যমুক্তকরণে এ ধারণা এবং প্রয়াস তুলনামূলকভাবে নতুন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও চরাঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনএফ এর অনুদানে উপকারভোগীদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, ভ্যান বিতরণ, সেলাই মেশিন বিতরণ, পাপস তৈরি প্রশিক্ষণ, রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ, রড বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া গ্রামের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহে

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ পানি সরবরাহে নলকূপ স্থাপন, গৃহ নির্মাণ, প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 'সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থা রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বড় পাহাড়পুর গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত এ সংস্থাকে ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাটি এ অনুদানে ৭৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন ও ৪০টি নলকূপ স্থাপন, ১২টি গরু, ৫৮টি ছাগল, ২৮টি ভেড়া বিতরণ ও ৯টি গৃহ নির্মাণ করেছে। এর ফলে ১৭৯ জন মহিলা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ৮৪৫ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 'মানব উন্নয়ন সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থা সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার কিনারবেড় গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিএনএফ হতে সংস্থাটি ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে ৯৩টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন ও ৩৫টি নলকূপ স্থাপন, ২১টি গরু, ৩৮টি ছাগল, ১৪টি ভেড়া, ২টি ভ্যান, ২টি ঘোড়ার গাড়ি ও ১টি মুদি দোকানের সরঞ্জামাদি বিতরণ করেছে। এর ফলে ১২৫ জন মহিলা ও ৫৪ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ১,০৭৪ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 'পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি' নামক সহযোগী সংস্থা মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি বিএনএফ হতে ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে ৯৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন ও ৫টি নলকূপ স্থাপন, ১৬টি গরু, ১০৮টি ছাগল, ১টি ভ্যান, ৩টি গাড়ল বিতরণ ও ৫টি গৃহ নির্মাণ করেছে। এর ফলে ১৩৮ জন মহিলা ও ৩৯ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ১০৬২ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 'সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)' নামক সহযোগী সংস্থা জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার দেউলা বাড়ী গ্রামে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি বিএনএফ হতে ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে ৫৪টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন ও ৩০টি নলকূপ স্থাপন, ২৩টি গরু, ৫৩টি ছাগল, ৭টি ভ্যান, ৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ ও ১০টি গৃহ নির্মাণ করেছে। এর ফলে ১২১ জন মহিলা ও ৩৪ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ৮৫০ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত 'ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)' নামক সহযোগী সংস্থা ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার লক্ষীপুর

গ্রামের রিলিফ চেয়ারম্যানপাড়ায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি ৪৫ লক্ষ টাকা অনুদানে ৮৫টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন ও ৩৬টি নলকূপ স্থাপন, ৩২টি গরু, ২৪টি ছাগল, ১৮টি ভ্যান বিতরণ, ৫টি গৃহ নির্মাণ, ২৫ জনকে পাপস তৈরি, ১ জন রাজমিস্ত্রি ও ১ জনকে রড বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর ফলে ১৫০ জন মহিলা ও ৬৫ জন পুরুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াসহ মোট ৮৮৩ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতাধীন গ্রামগুলো অনুদানপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর দারিদ্র্যবিমোচন হচ্ছে কি না/দারিদ্র্যবিমোচন কতটুকু হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে পৌছাতে আরও কত সহযোগিতা প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রকাশনা :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেগুলো পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদের সদস্য, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ২০১০ সাল থেকে ত্রৈ-মাসিকভাবে এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং যথাযথ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস :

০২ ডিসেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যালয়সহ সারাদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৮তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত হয়। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বেলুন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিএনএফ এর প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটা, আলোচনা সভা, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান, সহযোগী সংস্থার অনুদানের চেক প্রদান করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন জাতীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় দিবসটি পালনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের সকল জেলায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে উৎসবমুখর

পরিবেশে দিবসটি পালন করে। স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে র্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপনের খবর বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট) মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান :

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়। ২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ভিত্তিতে পারফরমেন্স ক্যাটাগরিতে, যে সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান নারী এবং যারা নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করেছে তাদের নারী ক্যাটাগরি ও উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনী ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে মোট ১০টি সহযোগী সংস্থাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর উল্লেখযোগ্য অর্জনে :

(১) উপকারভোগী :

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৬৬টি সহযোগী সংস্থাসমূহকে ১২.০৩ কোটি টাকা নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রায় ৯ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ১৪ হাজার পুরুষ এবং ৩১ হাজার মহিলাসহ মোট আনুমানিক ৪৫ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

(২) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অফিস ভবন :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অফিস ভবন নির্মাণ বাবদ সর্বমোট ৩৮,৬৩,২৪,৭০৩/- (আটত্রিশ কোটি তেঁষটি লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা প্রাক্কলন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ভবনের ১২ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজ চলমান আছে। সরকার হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত অফিস ভবন নির্মাণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ২১.৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ৬৩০ কেভিএ এর স্থলে ১০০০ কেভিএ, জেনারেটর ৩০০ কেভিএ এর স্থলে ৫০০ কেভিএ বৃদ্ধি, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার গ্রাউন্ড

এক্সপ্রেস লাইন হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়া, ১২ তলা পর্যন্ত বিআরএফ এসির বোর্ড, পয়েন্টস, ইত্যাদির প্রভিশন রাখার জন্য ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত PIC কমিটি ও PSC কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চাহিদা মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের গণপূর্ত ই/এম-৭ হতে ৮.৫৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০.৩৮ কোটি টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন করে। যা ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদের ১৬৭তম সভায় অনুমোদিত হয়। সে মোতাবেক সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকা হয়।

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয় অর্থ বিভাগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে অফিস ভবন নির্মাণ বাবদ সরকার হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.২৫ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.২৫ কোটি টাকা জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থ বিভাগ অফিস ভবন নির্মাণ বাবদ ইতোপূর্বে প্রদত্ত ২১.৫০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩১ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে এবং অবশিষ্ট টাকা বিএনএফ এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান মহোদয় ভবন নির্মাণে সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০,৪৮,২৪,৭০৩/- (চল্লিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত তিন) টাকার সংস্থান নিশ্চিত করেছেন।

(৩) গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ :

২০২০-২১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএনএফ এর ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে মোট ৪,০৩৫ জন উপকৃত হয়েছেন।

(৪) বিএনএফ এর সাফল্যগাথা :

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিএনএফ এর অর্জনগুলো নিয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইটে বিএনএফ এর ‘সাফল্যগাথা’ প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে সকল স্তরের মানুষ ডাউনলোড করতে পারছেন এবং বিএনএফ এর সাফল্যগাথা সম্পর্কে জানতে পারছেন।

(৫) বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএনএফ বার্তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ:

বিএনএফ এর ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিএনএফ বার্তা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ওয়েবসাইট হতে সকল স্তরের মানুষ বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিউজলেটার পড়তে পারছেন এবং ডাউনলোড করতে পারছেন। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে বিএনএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন।

(৬) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত :

a2i এর সহযোগিতায় সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ওয়েবসাইট সংযুক্ত হয়েছে। ওয়েবসাইটে নানা ধরনের সেবাবক্স, তথ্য, কার্যক্রম, এসডিজি সংক্রান্ত, যোগাযোগ বক্স, ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ওয়েবসাইট হতে বিএনএফ এর দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারছেন। এটুআই (a2i) কর্তৃক প্রদানকৃত ওয়েবসাইট ঠিকানা www.bnf.gov.bd।

(৭) বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC এর National Email System এ সংযুক্ত :

বিএনএফ ওয়েব মেইল BCC এর National Email System এ সংযুক্ত হয়েছে। ডোমেইন বেজড ই-মেইলের (info@bnf.gov.bd) মাধ্যমে পত্রাদি আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা :

- সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদলে (ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রমসহ) দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচির আওতায় সরকারি অর্থায়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ;
- দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা; সেবা খাতে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশির ভাগ অনুদান ব্যবহারের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সেভাবে তাদের সক্ষম করে তোলা;
- সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিএনএফ সরকারের সহযোগী হিসেবে লক্ষ্য পূরণে সমন্বিত উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আশা করা যাচ্ছে যে, আগামীতে বিএনএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যথাযথ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার

ডেভেলপ' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে এবং a2i এর সহযোগিতায় কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত EOI প্রকাশ করা হবে;

- বিএনএফ এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রকৃত ফলাফল নিরূপনের জন্য 'ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কার্যক্রম চলমান আছে। দ্রুত ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিতে আরেকটি ইমপ্যাক্ট ইভ্যালুয়েশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;
 - বিএনএফ এর যে সকল সহযোগী সংস্থার অধিক সংখ্যক জনবল রয়েছে, নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে, এরূপ সহযোগী সংস্থাদের নিয়ে একটি 'ব্লাড ডোনার গ্রুপ' তৈরি করা হবে। রক্তদানে সক্ষম এমন কর্মী, উপকারভোগীদের উদ্বুদ্ধ করে ব্লাড ডোনার গ্রুপের কার্যক্রম চলবে। ব্লাড প্রদানের সকল তথ্য সহযোগী সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ব্লাড সংগ্রহ করা যাবে;
 - বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য বিএনএফ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অর্জিত সাফল্য ইত্যাদির একটি সৃজনশীল যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় 'প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ' এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। দ্রুত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং
 - বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর উপকারভোগীদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উপকারভোগীরা নিজেরা সমিতি গঠন করবে। সহযোগী সংস্থা সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে সমিতি গঠনে সহযোগিতা করবে। সঞ্চয়ের অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগে সহযোগী সংস্থা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।
- #### চ্যালেঞ্জসমূহ :
- বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বড় সমস্যা হলো তহবিলের অপ্রতুলতা। সিড মানি নির্ভর সংস্থাটি ব্যাংক মুনাফার হার কমে যাওয়ায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এবং
 - বিএনএফ এর নিজস্ব জনবলের ঘাটতি।

১৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের Sponsor ও Subscriber হিসেবে স্থায়ী সদস্য এবং পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব রোকেয়া আফজাল রহমান এর শোক প্রস্তাবসহ দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক, স্থপতি ও এনজিও ব্যক্তিবর্গের শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়;
- ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সংশোধন/সংযোজন/বিরোধিতা ব্যতিরেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়;
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন আলোচনা মোতাবেক সংশোধন সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৭৫,০২,৫৩,৮৯৯/- (পঁচাত্তর কোটি দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত নিরানব্বই) টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯৩,৮৯,৫৯,০০০/- (তিরানব্বই কোটি উননব্বই লক্ষ উনষাট হাজার) টাকার প্রস্তাবিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়;
- মেহফিল হক এন্ড কোং'কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- আয়বিধায়ক তহবিলে নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরিতে প্রতিনিধি আরডিআরএস-বাংলাদেশকে দ্বিতীয় মেয়াদে এবং প্রতিনিধি ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) ও প্রতিনিধি ফেডারেশন অব এনজিও-স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)কে প্রথম মেয়াদে ২ (দুই) বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। চাঁদা (contribution) প্রদানকারী এনজিও ক্যাটাগরি ব্যতিরেকে সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হতে জনাব রাশেদা কে. চৌধুরীকে দ্বিতীয় মেয়াদে এবং ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ও জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদকে প্রথম মেয়াদে ২ (দুই) বছরের জন্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

- বিএনএফ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব
 - অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া
 - অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা
- সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিশেষ সহায়তা
- বিএনএফ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
- বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন
 - কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন
 - বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ‘বিএনএফ বার্তা’
 - সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
 - পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা
 - বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান
- রাজ্যামাটির পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে বিএনএফ এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন
 - ২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৮তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান

বিএনএফ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ শনিবার সকাল ৯:০০মি. 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রগোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সহায়তা, অনুদান প্রদান ও মতবিনিময়' সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন। উপস্থিত ছিলেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ, জনাব এস. এম. ইব্রাহিম হোসাইন ACII, পরিচালক (অ.দা.), বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি, বিএনএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও ৩৩টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভার শুরুতে উপস্থিত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। এরপর ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রথমে প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

প্রধান অতিথি শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ বলেন, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন তার সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে যে কাজ করে যাচ্ছে তা জেনে খুবই ভালো লাগলো। এ ভালো লাগার কারণ হলো বিএনএফ সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছে। একটি বিষয় মনে রাখার দরকার বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বের ও পরের অবস্থা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমরা বেশ এগিয়ে গিয়েছি ও উন্নয়ন ঘটিয়েছি। দেশ এখন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই জনগণের মধ্যে যে কর্মচাঞ্চল্য ও কাজ করার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তা বিভিন্নভাবে



বিএনএফ এর কনফারেন্স রুমে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক তুলে দিচ্ছেন শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাধাগ্রস্ত হয়। চড়াই উতরাই পেরিয়ে আস্তে আস্তে সঠিক পথে এসেছে। ২০৩০ সালের মধ্য এসডিজি'র ১৭টি গোল বাস্তবায়ন করা হবে।

সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে যদি প্রতিটি বেকার কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব বলে মন্তব্য

করেন শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। তিনি বলেন, উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। একদিন বিশ্বে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই। সকলকে দুর্নীতির বাইরে থাকতে হবে এবং সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করতে হবে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রান্তিক অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করতে হলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে সরকারের পক্ষ হতে আরো সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ এনজিও

ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ হতদরিদ্র পরিবার উপকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ সভায় নিয়মিত অনুদান, বিশেষ প্রকল্প, বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ও সিএমএসএমই খাত উজ্জীবন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ এর ৩৩টি সহযোগী সংস্থাকে ৫ কোটি ৩৪

লক্ষ ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। এরমধ্যে ১৫টি সংস্থাকে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সিএমএসএমই খাত উজ্জীবন ঋণ, ৬টি সংস্থাকে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান, ৮টি সংস্থাকে ১৬ লক্ষ টাকা বিশেষ প্রকল্প এবং সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য ৪টি সংস্থাকে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

অনুদান প্রদানের লক্ষ্য এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে অনুদান প্রদানের জন্য এনজিও নির্বাচন করা হয়ে থাকে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়।

ধাপ-১

দরখাস্ত আহবান :

নিবন্ধিত এনজিওসমূহের অনুকূলে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে সাধারণত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা হয়। আগ্রহী এনজিওসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ফরম সংগ্রহ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা প্রদান করে। এ পর্যন্ত ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩ এবং ২০২২ সালে অনুদান প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়।

ধাপ-২

নিম্নবর্ণিত কারণে অনুদানের আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য বিবেচিত হবে :

- ১। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরম অনুযায়ী পূরণ করত আবেদন না করা হলে।
- ২। সরকারের বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অন্তত: ৩ বছর পূর্বে নিবন্ধিত না হয়ে থাকলে।
- ৩। স্বীকৃত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিরীক্ষণ ফর্ম কর্তৃক কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের নিরীক্ষা না করা হয়ে থাকলে এবং সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত না করা হলে।
- ৪। এনজিও'র সভাপতি/চেয়ারম্যান/প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তা (Office Bearer) হলে।
- ৫। যাদের কার্যক্রম কেবল ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- ৬। আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের উভয় পৃষ্ঠার ফটোকপি সংযুক্ত না করে থাকলে।
- ৭। আবেদনকারী সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে পূর্বে কখনও অনুদান পেয়ে থাকলে।
- ৮। আবেদন ফরমে কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে কথাটি লেখা যাবে না এবং কোনো ঘর ফাঁকা রাখা যাবে না।
- ৯। আবেদনকারী সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্র সংযুক্ত না করে থাকলে। অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাহী/কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভা

অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাহী পরিষদের তালিকা সংযুক্ত না করে থাকলে।

১০। প্রকল্প প্রস্তাবনা অত্র ফাউন্ডেশনের নিকট নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী না হলে বা ফান্ড স্বল্পতাসহ বিশেষ কোনো কারণে অগ্রহণযোগ্য হলে।

১১। আবেদন পত্র নিম্নোক্ত কারণে অসম্পূর্ণ হলে:

- ক) আবেদনপত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর (বাংলা ও ইংরেজি) না করে থাকলে।
- খ) আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সীল না থাকলে।
- গ) ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত অনুমোদিত আবেদন ফরম অনুযায়ী ছবুল্ভাবে ফরম পূরণ না করলে বা মিল না থাকলে।
- ঘ) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত না থাকলে।
- ঙ) ব্যাংক হিসাব বিবরণীর (ন্যূনতম সর্বশেষ ছয় মাসের লেনদেনের) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত না থাকলে। সংস্থা যে নামে নিবন্ধিত, ঠিক সেই নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত না হলে।
- চ) হিসাব পরিচালনাকারীদের নাম ও পদবী উল্লেখপূর্বক ব্যাংকের প্রত্যয়ন পত্র (মূল কপি) সংযুক্ত না থাকলে।
- ছ) প্রধান নির্বাহীর পাসপোর্ট সাইজ সত্যায়িত ছবি ২ কপি সংযুক্ত না থাকলে।
- জ) প্রস্তাবিত প্রকল্প উপজেলার নাম, ইউএনও-র নাম এবং টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সংযুক্ত না থাকলে।
- ঝ) প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা (৩ বছরের) সংযুক্ত না থাকলে।
- ঞ) হলফনামা সংযুক্ত না থাকলে।
- ট) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন/পূরণ/সংযুক্ত করা না হলে।

উপর্যুক্ত এনজিওগুলোর মধ্য হতে নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

- ১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর আলোকে দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কার্যক্রম প্রস্তাব করা হলে।

- ২। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে।
- ৩। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড থাকলে।
- ৪। কর্মসূচির লক্ষ্যবদ্ধ দল অতি-দরিদ্র জনগোষ্ঠী হলে।
- ৫। জনস্বাস্থ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে এমন দুর্বিপাক নিরসন যেমন আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি থাকলে।
- ৬। পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, মাদক বিরোধী কর্মসূচি থাকলে।
- ৭। বিশেষ করে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণের লক্ষ্যে লাল/সোনালী চাল ও আটার সুফল এবং বিষাক্ত কেমিক্যালযুক্ত (ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কারবাইড ইত্যাদি) খাদ্য বা ফল-ফলাদী খাওয়া ও এর ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে গণ সচেতনতামূলক কর্মসূচি থাকলে।
- ৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত জেলা ও উপজেলা।
- ৯। উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম, দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষামূলক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।
- ১০। কর্মক্ষেত্র অনগ্রসর এলাকায় হলে।
 - ❖ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত এনজিওদের অনুদান প্রদান করা হবে।
 - ❖ অনুদানের অর্থ লক্ষ্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রদান করা হবে। প্রদত্ত অর্থের ব্যবহার ও উপযোগিতা যাচাই করার জন্য কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে।

❖ প্রয়োজনবোধে পি.কে.এস.এফ./এফ.এন.বি/এনজিও নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে কোনো বিশেষ এনজিও সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

ধাপ-৩

পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন :

এ পর্যন্ত অনুদান প্রদানের জন্য প্রথম দফায় (২০০৫) ৯১৭টি অনুমোদিত আবেদনের মধ্যে ৫৯৮টি এনজিওকে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রথম দফায় অনুমোদিত ৩১১টি আবেদনপত্র পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হয়।

দ্বিতীয় দফায় (২০০৭) ২,০৪৬টি আবেদন পাওয়া যায়। তারমধ্যে এনজিও বাছাই কমিটি ৪৮৬টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদ সেগুলো অনুমোদন করে এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৪৯টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

তৃতীয় দফায় (২০১৩) ৩৯১টি আবেদন পাওয়া যায় এবং ৭৫টি এনজিওকে অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন এবং আবশ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭৩টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়। এযাবৎ সর্বমোট ১১২০টি সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাছাইকৃত এনজিওসমূহকে 'সহযোগী সংস্থা' হিসেবে গণ্য করে তাদের অনুদান প্রদান করে থাকে এবং তাদের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা

অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগীসমূহকে নিয়ে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং সভায় বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। এ সভায় উপস্থিত সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও করণীয় এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, সাবেক এনবিআর এর চেয়ারম্যান ও বিএনএফ এর সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে ২৬৬টি সহযোগী সংস্থাকে ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ অনুদানে ৯৯টি সহযোগী সংস্থাকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ, সাবেক সিনিয়র সচিব ও বিএনএফ এর সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

অনুদান প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে সকল সহযোগী সংস্থা সঠিক ও যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, সে সকল সংস্থাকে ধাপে ধাপে অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ যাবৎ ১,১২০টি সহযোগী

সংস্থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিশেষ কর্মসূচিসহ সর্বমোট ১৮০.৩৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ এবং জনাব বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য খোকন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় মার্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুদান প্রদান (মাস অনুযায়ী)

মাস	অনুদান প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	বিতরণকৃত অনুদান (লক্ষ টাকা)
জুলাই ২০২২	৫২	১৫৩.৫০
আগস্ট ২০২২	৪৬	১৩৭.৭৫
সেপ্টেম্বর ২০২২	১৬	৪৪.২৫
অক্টোবর ২০২২	১৬	১১৮.৭৫
নভেম্বর ২০২২	৩০	৮৩.৭৫
ডিসেম্বর ২০২২	৪০	১৮৯.০০
জানুয়ারি ২০২৩	৩০	৯০.২৫
ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৩২	৯১.৭৫
মার্চ ২০২৩	২৮	৭৭.২৫
এপ্রিল ২০২৩	১৭	৪৬.২৫
মে ২০২৩	১৭	৪৪.৫০
জুন ২০২৩	৪১	১২৬.২৫
সর্বমোট	৩৬৫	১২০৩.০০

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদান প্রদান :

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	
					প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
১	ছাগল পালন	৯৯	৩,৭৩৪	৩১৮.২৫	৩,৭৩৪	১০,৩৭০
২	গাভি পালন	১১৫	১,০১৬	৩৮২.২৫	১,০১৬	৬,৯৭২
৩	ভেড়া পালন	৫	১৮৫	১৪.৫০	৯৩	৫৬৪
৪	সেলাই মেশিন বিতরণ	১১	১৯২	৩২.৭৫	১৯২	১,৫৮৯
৫	ভ্যান ও রিকশা বিতরণ	২৩	২৯২	৬২.৫০	২৯২	৩,৫৬৫
৬	ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা	৯	১৪২	২৬.০০	১৪২	৯৭৬
৭	খাঁচায় দেশি মুরগি পালন	২	৩৭০	৫.৫০	৩০	২২০
৮	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৫	২৩৩	১৩.৫০	২৩৩	১,২২৩
৯	হস্ত ও কাঁথা শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন	৩	১১২	৮.৭৫	১১২	২,২৩১
১০	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১	৪৭	৩.০০	৪৭	১৭১
১১	গরিব শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ	৫	১২০	১৩.৭৫	১২০	১,২৯৯
১২	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৩	১৯৩	৪১.৫০	১৯৩	৩,০৬৭
১৩	গর্ভকালীন নির্যাতন প্রতিরোধ ও ক্লিনিক্যাল সেবা	১	২১০	২.৭৫	২১০	৫১২
১৪	ঘর নির্মাণ ও স্যানিটেশন	৬৫	১,০৭৯	২৪৩.০০	১,০৭৯	৪,৩৬৫
১৫	মাছ ধরার নৌকা প্রদান	১	১৬	৩.০০	১৬	৬৭
১৬	অন্যান্য	৭	৫০	৩২.০০	৫০	২৫০
মোট		৩৬৫	৭,৯৯১	১,২০৩.০০	৭,৫৫৯	৩৭,৪৪১

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিশেষ সহায়তা

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২৪ লক্ষ টাকার সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তা টেবিলে উপস্থাপন করা হলো :

	বাস্তবায়িত কর্মসূচি	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	গাভি প্রদান	৬.০০	১৫৭
২	ভেড়া প্রদান	৬.০০	২৭৯
৩	টিনসেড ঘর নির্মাণ ও মেরামত	৩.০০	২৫
৪	পাল সম্প্রদায়কে মৃৎ শিল্পের সহায়তা	৩.০০	৯৫
৫	অন্যান্য	৬.০০	১৩২
	মোট	২৪.০০	৬৮৮



বিএনএফ এর সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গাভি প্রদান



বিএনএফ এর সহায়তায় সিলেট জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে টেউটিন প্রদান



বিএনএফ এর সহায়তায় সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ভেড়া প্রদান

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক ষাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সবেজমিন প্রতিদর্শন



মাদারীপুর জেলায় জিইউপি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

মাদারীপুর

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ১ জুলাই ২০২২ মাদারীপুর জেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা 'গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)' কর্তৃক বিএনএফ এর অর্থায়নে ঋণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

রংপুর

'সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' বিএনএফ এর অর্থায়নে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার শানেশাট ইউনিয়নের বড় পাহাড়পুর গ্রামে দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ১২ জুলাই ২০২২ এ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিএনএফ এর অর্থায়নে ঋণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি একই দিন এ সকল কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।



রেসকিউ কর্তৃক রংপুরে ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণের পর ছাত্রীদের সাথে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ

'বিএনএফ এর রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'রুরাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)' বিএনএফ হতে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থে সংস্থাটি ৩১ জন ছাত্রীর অনুকূলে ১টি করে হিরো বাইসাইকেল বিতরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ১৪ জুলাই এ বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে ছাত্রীদের অনুকূলে বাইসাইকেল বিতরণ করেন। তিনি একই অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ৮ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১২ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

একই দিন তিনি 'সোস্যাল ইকুয়ালিটি ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট (সীড)' এর কার্যালয়ে রংপুর জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বড় পাহাড়পুর গ্রামে দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প পরিদর্শনকালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কর্তৃক বিএনএফ এর চেয়ারম্যানকে বরণ

নরসিংদী



নরসিংদী জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

১৮ আগস্ট ২০২২ চেয়ারম্যান নরসিংদী জেলায় কর্মরত বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং নরসিংদী জেলায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা আলোচনা করেন। তিনি সদর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা ‘অন্তরঙ্গ সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

ফরিদপুর

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ২৬ আগস্ট ২০২২ ফরিদপুর জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিএনএফ এর অর্থায়নে তাদের গৃহীত প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।



প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিএনএফ হতে ঋণপ্রাপ্ত ফরিদপুর জেলার উপকারভোগীগণের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি ‘পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও)’ কর্তৃক বিএনএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং এ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ কার্যক্রমের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

কুমিল্লা

চেয়ারম্যান ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কুমিল্লা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।



কুমিল্লা জেলার প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চট্টগ্রাম

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ২১ জুলাই ২০২২ চট্টগ্রামে ‘ইসপা’ কর্তৃক বিএনএফ এর অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় (সিএমএসএমই) ঋণের অর্থে বাস্তবায়িত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ১৩ জন হতদরিদ্র উপকারভোগীর মাঝে রিকশা বিতরণ করেন। তিনি এদিন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন।



ইসপা কর্তৃক সিতাকুণ্ডে উপকারভোগীদের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

কক্সবাজারে

চেয়ারম্যান ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ সুশীলনের কক্সবাজার কার্যালয়ে ‘সুশীলন’ কর্তৃক বিএনএফ এর অর্থায়নে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। পরে উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের জুম্মাপাড়া গ্রামে সুশীলন কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘জুম্মাপাড়া যৌথ হস্তশিল্প কেন্দ্র’ পরিদর্শন করেন।

তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানেরছড়া গ্রামে ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি (নারী ও কিশোরী বান্ধব কেন্দ্র) পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঢাকা



নবাবগঞ্জে বিএনএফ হতে প্রদানকৃত গাভি দেখছেন
জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ৫ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘মানব মুক্তি সমাজ কল্যাণ সোসাইটি’ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংস্থাটি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। উপকারভোগীগণ এ সংস্থা হতে সহযোগিতা পেয়ে কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা অবহিত করেন।

ফরিদপুর



ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়
করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান, বিএনএফ ৭ অক্টোবর ২০২২ ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ফর ভলান্টারী এ্যাকশন (শোভা)’ কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি গ্রহণ করলে উপজেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলশ্রোতে নিয়ে আসা সহজ হবে বলে তিনি মনে

করেন। তিনি এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে শোভা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ৮ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা জেলার সাভারে অবস্থিত ‘ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাসড)’ এর কার্যালয়ে ভাসড কর্তৃক বিএনএফ এর অনুদানে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।



সাভারে ভাসড এর কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময়
করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

রংপুর

১৫ অক্টোবর ২০২২ রংপুরে অবস্থিত ‘সেসস্যাল ইকুআলিটি ফর ইফেকটিভ ডেভেলপমেন্ট (সীড)’ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করে চেয়ারম্যানকে অবহিত করা হয়। পরে তিনি গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়ে দরিদ্র ও মেধাবী স্কলগামী ছাত্রীদের মাঝে ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সীড কর্তৃক বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাজবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩ জন ছাত্রী এবং মহিপুর দ্বি-মুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রীর মাঝে একটি করে বাইসাইকেল বিতরণ করেন।

সীড এর সভাপতি ড. নাসিমা আক্তারের সভাপতিত্বে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এরশাদ উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গঙ্গাচড়া উপজেলা; জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, চেয়ারম্যান, গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদ; জনাব মোঃ আব্দুল বাকী, প্রধান শিক্ষক, রাজবল্লভ উচ্চ বিদ্যালয়, জনাব মোঃ আতাউল মাওলা, সহকারী প্রধান শিক্ষক, মহিপুর দ্বি-মুখি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সীড এর নির্বাহী পরিচালকসহ কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান সীড এর কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।



রংপুরে বিএনএফ হতে বিতরণকৃত বাইসাইকেল প্রাপ্ত ছাত্রীদের সাথে বিএনএফ এর চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য

১৬ অক্টোবর ২০২২ মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে বিএসইউএস কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তিনি বিএনএফ এর অর্থায়নে মিঠাপুকুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করেন।



বিএনএফ এর অর্থায়নে রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তর করছেন।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস) এর কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। পরে বৈরাতি দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিএনএফ এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা 'ইনসারফ' এবং 'মানব বিকাশ কেন্দ্র' কর্তৃক স্কুলগামী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ এবং বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস) কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।



বিএনএফ এর অর্থায়নে রংপুরে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

অনুষ্ঠানে ৪৬ জন দরিদ্র ও মেধাবী স্কুলগামী ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল এবং ৮ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ব্যক্তির মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি তুলে দেওয়া হয়।

পঞ্চগড়



পঞ্চগড় জেলায় মির্জাপুর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটি ইউনিয়নে বিলুপ্ত ছিটমহল বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী মৌজার মোল্লাপাড়ায় বকনা গরু বিতরণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন হস্তান্তর করেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

পঞ্চগড় জেলার সহযোগী সংস্থা 'মির্জাপুর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ ফেডারেশন' বিএনএফ এর অনুদানে দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটি ইউনিয়নের অন্তর্গত বিলুপ্ত ছিটমহল বালাপাড়া খাগড়াবাড়ী মৌজার মোল্লাপাড়ায় বকনা গরু ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিএনএফ এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মাঝে ৭টি বকনা গরু ও ১০ জনকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের চাবি হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি মির্জাপুর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ ফেডারেশনের কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে পঞ্চগড় সার্কিট হাউজে পঞ্চগড় জেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঠাকুরগাঁও



ইএসডিও এর ব্যবস্থাপনায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় টিউলিপ চাষ পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

এ দিন ঠাকুরগাঁও জেলার সহযোগী সংস্থা ‘ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)’ এর নির্বাহী পরিচালকের আমন্ত্রণে তেঁতুলিয়া উপজেলায় টিউলিপ চাষ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তেঁতুলিয়ায় ইএসডিও এর রেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রুপ পিটারসেনসহ কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করেন।



পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ এর সাথে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রুপ পিটারসেন, ইএসডিও এর নির্বাহী পরিচালকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ



ঠাকুরগাঁও জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।



বিএনএফ এর অর্থায়নে পঞ্চগড় জেলায় ইএসডিও কর্তৃক গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পে বাস্তবায়িত পাপস তৈরি দেখাচ্ছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ ও ইএসডিও এর নির্বাহী পরিচালক।

তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে বিএনএফ এর গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ‘ইএসডিও’ এর নির্বাহী পরিচালক, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব পলাশ তালুকদার, ৮নং রহিমানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরিদর্শন শেষে ইএসডিও এর কনফারেন্স সেন্টারে ঠাকুরগাঁও জেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ‘গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প’ এর বাস্তবায়িত কর্মসূচি নিয়ে ‘পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসকেএস)’ এর সাথে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে ‘গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প’ পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে কথা বলেন।



বিএনএফ এর অর্থায়নে মেহেরপুর জেলায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বিনাইদহ

তিনি মেহেরপুর থেকে বিনাইদহ আসেন এবং জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব মুনিরা বেগম জেলা প্রশাসক, বিনাইদহ সভায় উপস্থিত ছিলেন।



বিনাইদহ জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

রাজশাহী



বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান রাজশাহী জেলায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় শেষে

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ১৮ ফেব্রুয়ারি বিএনএফ এর অর্থায়নে রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা 'লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার (লফস)' কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরে রাজশাহী পর্যটন মোটেল কনফারেন্স রুমে রাজশাহী জেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি এসডিজি বাস্তবায়নে বিএনএফ এর কর্মসূচি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিক বিবেচনা করে কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব আহসান ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জেলার সহযোগী সংস্থা 'শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা' এর কনফারেন্স হলে বিএনএফ এর সংস্থা কর্তৃক অসচ্ছল ও অসহায় পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে 'উচ্চশিক্ষা বৃত্তি', 'সাধারণ বৃত্তি' প্রদান এবং প্রবীণদের মাঝে 'বয়স্ক ভাতা' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিএনএফ এর অর্থায়নে শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ঋণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন।



বিএনএফ এর অনুদানে রাজশাহী জেলায় শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বৃত্তি প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা 'প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি এবং প্রণোদনা প্যাকেজ (সিএমএসএমই) এর আওতায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। 'মাদার এ্যাডভান্সমেন্ট এসিস্টেন্স (মা)' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 'খাদি ও খদ্দর শিল্প উন্নয়ন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশে এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এ কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ এবং সংস্থা দুটি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।



কুমিল্লা জেলায় প্রত্যয় উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিএনএফ অনুদানে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

বাগেরহাট



বাগেরহাট সার্কিট হাউসে জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ৪ মে ২০২৩ বাগেরহাট সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে বাগেরহাট জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাগেরহাট। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। চেয়ারম্যান সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী কী ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করছেন সেগুলো চিহ্নিত করে নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করেন। যথাসময়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রূপান্তর করতে সহযোগী সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বিপিএসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দকে বাগেরহাট জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত করেন।

সাতক্ষীরা



সাতক্ষীরা সার্কিট হাউসে জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি এ দিন বাগেরহাট হতে সাতক্ষীরায় যান এবং শেখ মঈনুল ইসলাম মঈন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সাতক্ষীরা এর সভাপতিত্বে সাতক্ষীরা সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে সাতক্ষীরা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।



বিএনএফ এর অর্থায়নে সাতক্ষীরা জেলায় সুশীলন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি নিয়ে সুশীলনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অনুদান ও ঋণ প্রকল্পের উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

৫ মে ২০২৩ সুশীলনের ট্রেনিং সেন্টার 'টাইগার পয়েন্ট' এর কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সুশীলন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সুশীলনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অনুদান ও ঋণ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি বিএনএফ এর অর্থায়নে সুশীলন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।



সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ইডা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি পরিদর্শনকালে উপকারভোগীগণের সাথে কর্মসূচি নিয়ে কথা বলছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।



সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা ইডা এর কার্যালয়ে জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

৬ মে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা 'ইডা' বিএনএফ এর অর্থায়নে কালীগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ইডার নির্বাহী পরিচালক, কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থা আলোর দিশা ফাউন্ডেশন ও আইডিয়ালের নির্বাহী পরিচালক, সুশীলনের উপপরিচালক এবং ইডা এর অনুদান ও ঋণ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা



খুলনা সার্কিট হাউসে জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব আহসান ৬ মে কালীগঞ্জ হতে খুলনায় যান। তিনি খুলনা সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে খুলনা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে তাদের গৃহীত কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

যশোর



যশোর সার্কিট হাউসে জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি ৮ জুন যশোর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে যশোর জেলায় কর্মরত ৩৬টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোছাঃ খালেদা খাতুন রেখা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ বিএনএফ এর অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। চেয়ারম্যান যথাসময়ে এসডিজি বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধি বাংলাদেশে রূপান্তর করতে সহযোগী সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।



যশোর আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারে ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।



যশোর আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারের ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সাথে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোরসহ আরআরএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ

যশোর সার্কিট হাউসে মতবিনিময় শেষে তিনি যশোর সদর উপজেলার রামনগরে অবস্থিত ‘রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)’ এর ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টারে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ‘Management of Finance & Accounts’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করেন।

নীলফামারী



বিএনএফ এর অর্থায়নে নীলফামারী জেলার ইউএসএস কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি পরিদর্শনকালে উপকারভোগীগণের সাথে আলোচনা করছেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান ১৭ জুন ২০২৩ নীলফামারী সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব বিরোদা রানী রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী। তিনি এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। পরে তিনি জেলা প্রশাসকের সাথে নীলফামারী জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সহযোগী সংস্থা ‘উদয়ঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)’ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন

মাগুরা

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ ১৬ আগস্ট ২০২২ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত রোভা ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ

তিনি ১৭ আগস্ট রোভা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি এ দিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার টিকারী বাজার নামক স্থানে ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ এর আয়োজনে নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে উপকারভোগীগণের মাঝে বকনা বাছুর বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইদহ সদর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক উপকারভোগীর মাঝে একটি করে বকনা বাছুর বিতরণ করেন।



ঝিনাইদহ জেলায় কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে উপকারভোগীগণের মাঝে বকনা বাছুর বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৮ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কামারকুন্ডু গ্রামে সহযোগী সংস্থা ‘সেবা সংঘ’ কর্তৃক আয়োজিত উপকারভোগীগণের মাঝে গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে সহযোগী সংস্থা ‘রিকো’ এর কার্যালয় পরিদর্শন, মতবিনিময় এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

যশোর

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ইমামনগর এমবিজি দাখিল মাদ্রাসা মাঠে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ‘সমাধান’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত উপকারভোগীগণের মাঝে গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



যশোরের সহযোগী সংস্থা সমাধান এর উদ্যোগে গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম.এম আরাফাত হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার; জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং জনাব মো. জসিম উদ্দীন, চেয়ারম্যান, পাজিয়া ইউনিয়ন পরিষদ। সভাপতিত্ব করেন সমাধান এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রেজাউল করিম।

ঝিনাইদহ ও মাগুরা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৭ নভেম্বর ২০২২ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার টিকারী বাজার এলাকায় ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাফল্যের বাস্তব চিত্র সরেজমিন পরিদর্শন করেন। তিনি এ দিন মাগুরা সদর উপজেলার লক্ষীপুর নামক স্থানে ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



উপকারভোগীর বাড়ি বাড়ি যেয়ে কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৮ নভেম্বর ঝিনাইদহ জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কয়েকটি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

কুণ্ডা

বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘ফ্রব সোসাইটি’ উপকারভোগীগণের মাঝে ৬টি গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপজেলার নয়মাইল নামক স্থানে জামালপুর গ্রামে উপকারভোগীগণের মাঝে ৬টি গাভি বিতরণ করেন। তিনি উপকারভোগীগণকে গাভি যত্নসহকারে লালন-পালন করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার এবং কোন অবস্থাতেই গাভি বিক্রি না করার পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি ১৮ জানুয়ারি বিয়াম ফাউন্ডেশন রিজিওনাল সেন্টার বগুড়ায় বিসিএস শিক্ষা ও কারিগরি ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ‘Role of Development Partners, NGOs in the Development of Bangladesh : A Critical Analysis’ বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

মাগুরা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ‘রোভা ফাউন্ডেশন’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে বিকশিত করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য মাগুরা জেলার রোভা ফাউন্ডেশন এর ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ

তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘সোস্যাল এডভান্সমেন্ট থ্রো ভলেন্টারী ইফোর্টস ঝিনাইদহ (সেভ-ঝিনাইদহ)’ এর নির্বাহী পরিচালকের সাথে তাঁর সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

মাগুরা

১৪ ফেব্রুয়ারি মাগুরা জেলায় কর্মরত ‘সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে সম্পাদিত ও চলমান কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং মার্চ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

কুণ্ডা

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ২১ মার্চ ২০২৩ বিয়াম ফাউন্ডেশন রিজিওনাল সেন্টার, বগুড়ায় বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ‘The Context and Technology of the Fourth Industrial Revolution

(4IR)’ বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা ‘পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প’ বিএনএফ এর অনুদানে গ্রামীণ নারীদের ‘নকশিকাঁথা তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ দিন বিকেলে উলিপুর গ্রামে এ কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

২২ মার্চ বগুড়া জেলার ‘আলোর পথে’ সহযোগী সংস্থা বিএনএফ এর অনুদানে ৭ জন হতদরিদ্র অসহায়কে বিনামূল্যে ৭টি বকনা বাছুর প্রদান করে। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি বিতরণকৃত বকনা বাছুর সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য বগুড়া উপশহরের বানদিঘী ও বৃন্দাবনপাড়ায় যান।



আলোর পথে নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বিতরণকৃত বকনা বাছুর পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ফাউন্ডেশন অফিস, টিমএসএস, গোকুল বগুড়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থাসমূহের হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের জন্য ‘Management of Finance and Accounts’ বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২২ মার্চ প্রশিক্ষণের শেষ দিন। শেষ দিনে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সনদ প্রদান করা হয়। বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি এ সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।



টিএমএসএস বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ এবং জনাব ফয়জুন নাহার, চিফ, ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন সেক্টর, টিএমএসএস।

মাগুরা

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ২৬ এপ্রিল ২০২৩ মাগুরা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘পল্লী প্রকৃতি’ এর কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ



বিএনএফ এর অর্থায়নে চুয়াডাঙ্গা জেলায় উষা বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উপকারভোগীগণের অনুকূলে বিনামূল্যে গাভি বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ২৭ এপ্রিল ২০২৩ চুয়াডাঙ্গা জেলায় ‘উষা বাংলাদেশ’ কর্তৃক আয়োজিত উপকারভোগীগণের অনুকূলে গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর এবং সভাপতিত্ব করেন উষা বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক। এ দিন বিকেলে ঝিনাইদহ সদরে মকবুল প্লাজায় ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।



ঝিনাইদহের প্রভা-সোসাইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ২৮ এপ্রিল ২০২৩ ঝিনাইদহ জেলার ‘প্রভা-সোসাইটি’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীগণের মধ্যে বিতরণকৃত ছাগলের বর্তমান অবস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

পাবনা



পাবনা জেলায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত তাঁত কারখানা পরিদর্শন করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

৮ মে ২০২৩ জনাব রহমান নাটোর জেলা দায়রা জজ আদালতে ৪৬/৯২ নং মামলার সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য প্রদান শেষে পাবনা আসেন এবং জেলার সহযোগী সংস্থা ‘পাবনা-প্রতিশ্রুতি’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত তাঁত কারখানা পরিদর্শন করেন।

ঢাকা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৩ জুন ২০২৩ সাভারস্থ ‘ভিলেজ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (ভাসড)’ এর কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে প্রণোদনা ঋণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৬ জুন ঝিনাইদহ জেলার ‘সেভ-ঝিনাইদহ’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন এবং কর্মসূচিভুক্ত মিয়াকুন্ডু গ্রামে উপকারভোগীগণের অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

ফরিদপুর



ফরিদপুর জেলায় বিএফএফ এর কার্যালয়ে বিএফএফ এর কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১৭ জুন ২০২৩ ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘বেনিফিসিয়ারি’জ ফ্রেন্ডশীপ ফোরাম (বিএফএফ)’ এর কার্যালয়ে নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন

সহযোগী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় কর্মপ্রাঙ্গণে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড স্থাপন করা বাধ্যতামূলক করা হয়ে থাকে, যাতে বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে এলাকার সর্বসাধারণ অবগত হতে পারেন। তথ্যবোর্ডে কী কী তথ্য উল্লেখ করতে হবে তা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

৩ ফুট

কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যবোর্ড

৫ ফুট

- ০১। কর্মসূচির নাম :
- ০২। মেয়াদকাল :
- ০৩। অনুদানের পরিমাণ :
- ০৪। কর্ম এলাকার থাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ইত্যাদি :
- ০৫। কী কী বিষয়ে সহায়তা/প্রশিক্ষণ/উপকরণাদি/চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করা হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :
- ০৬। উপকারভোগী (কারা বা কত পরিবার হবে যেমন দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী, মহিলা, শিশু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য) :
- ০৭। অর্থায়নে : বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
- ০৮। বাস্তবায়নে : (সহযোগী সংস্থার নাম)



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর 'বিএনএফ বার্তা'

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রতি তিন মাস অন্তর 'বিএনএফ বার্তা' প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ বিএনএফ বার্তায় সাধারণত বিএনএফ এর অনুদান, বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ কর্তৃক পরিবীক্ষণ, সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়। বিএনএফ বার্তা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থাসমূহকে নির্ধারিত কর্মসূচির জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে। সহযোগী সংস্থাসমূহ এ অনুদানে নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক (চূড়ান্ত) প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করার পর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে এবং স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সে জন্য বিএনএফ এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে বিএনএফ কর্তৃক প্রণীত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে সহযোগী সংস্থাকে অতিউত্তম/উত্তম/সন্তোষজনক/গ্রহণযোগ্য/স্থগিত ক্যাটাগরিতে ভাগ করে পরবর্তী পর্যায়ের অনুদান প্রদান করা হয়/ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন বিষয়ে অবহিত করা হয়/ক্ষেত্র বিশেষে অনুদান প্রদান স্থগিত করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব পদ হতে অথবা আধা সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও এর সমপদ মর্যাদা হতে যাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এরূপ অবসরপ্রাপ্তগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭ জন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ২৪২টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	১০৪	৪৩
উত্তম	৪২	১৭
সন্তোষজনক	১৩	৫
গ্রহণযোগ্য	৭৬	৩২
স্থগিত	৭	৩
মোট	২৪২	১০০

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ৮৫টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান টেবিলে উপস্থাপন করা হলো।

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	ফলাফল (%)
অতি উত্তম	৩৫	৪১
উত্তম	১৫	১৮
সন্তোষজনক	২	২
গ্রহণযোগ্য	৩১	৩৭
স্থগিত	২	২
মোট	৮৫	১০০

২০২২-২৩ সময়কালে কর্মরত পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

	পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ
১	জনাব আবুল কাশেম অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
২	জনাব মোঃ নবাবুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ
৩	জনাব মোঃ এনামুল হক এনা অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৪	জনাব মোঃ ওমর ফারুক অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
৫	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৬	ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
৭	জনাব সুবাস চন্দ্র হালদার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক পিএলসি
৮	জনাব মুন্সী সফিউল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
৯	ডক্টর মুহাম্মদ মেজ বাহ-উল-ইসলাম অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০	ড. এ কে এম জসীম উদ্দীন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১১	জনাব সুবোল বোস মনি অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১২	জনাব গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
১৩	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৪	জনাব মোঃ এনামুল হক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৫	জনাব মোঃ শাহ নেওয়াজ তালুকদার অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
১৬	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব
১৭	ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম সাবেক পরিচালক, বিজেআরআই

পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা



পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়িত কার্যাবলী পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ পরীক্ষণ করে থাকেন। ২৬ জুলাই ২০২২ বিএনএফ এর সভাকক্ষে জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ এর সভাপতিত্বে পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমেই পরিচয় পর্ব শেষ করে ড. জিলুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পরে পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রতিবেদন প্রণয়নকালে বিবেচনার জন্য কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়। সভায়

উপস্থাপিত পরামর্শসমূহ এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ তাঁদের মতামত প্রদান করেন।

সভাপতি পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নকালে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ অনুসরণের জন্য পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দকে পরামর্শ প্রদান করেন। একইসাথে পরীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএনএফ কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান



আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টার, যশোর ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, যশোর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সহ আরআরএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর প্রশিক্ষণের নিজস্ব অবকাঠামো ও জনবল না থাকায় তালিকাভুক্ত ১০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থাসমূহ যাতে কাজসমূহ সঠিক ও সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারে সেজন্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী/নির্বাহী পরিচালক এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার নিকট হতে প্রশিক্ষণ ব্যয়ের ১০% এর সমপরিমাণ অর্থ নেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ব্যয় বিএনএফ কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ১,৩৯৪ জন নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ও হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের Management of Finance & Accounts বিষয়ে, ৭০১ জন নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দের Organizational Development & Management বিষয়ে, ৬৪৭ জন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের Orientation on Development Package & Way of Implementation এবং ৪৪৮ জন নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দের Monitoring & Evaluation বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯৮ জনকে ৩ দিনের রিফ্রেশার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টার, যশোর ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণে ক্লাস নিচ্ছেন প্রশিক্ষক।



টিএমএসএস, বগুড়া ট্রেনিং সেন্টারে ম্যানেজমেন্ট অব ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন ড. জিলুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ এবং জনাব ফয়জুন নাহার, চিফ, ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন সেক্টর, টিএমএসএস।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ দক্ষতা, উপযুক্ততা, সুব্যবস্থাপনা ও হিসাবপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা ও

উপযুক্ততা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা মহামারির কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ২০২২-২৩ সময়কাল শেষে ২টি ব্যাচের মাধ্যমে ৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থী :

কোর্সসমূহ	যাহাদের জন্য প্রযোজ্য
Management of Finance & Accounts	হিসাবরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ
Management of Finance & Accounts	নিবাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Organizational Development & Management	নিবাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ
Orientation on Development Package & Way of Implementation	কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ
Monitoring & Evaluation	নিবাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দ

অলিঙ্কাত্মক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :

	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১	টিএমএসএস	ঢাকা, রংপুর, বগুড়া ও নাটোর
২	উদ্দীপন	ঢাকা
৩	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	ঢাকা
৪	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা)	টাঙ্গাইল
৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	যশোর
৬	সুশীলন	সাতক্ষীরা
৭	ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও
৮	আসপাড়া ট্রেনিং একাডেমী	ময়মনসিংহ
৯	ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	চট্টগ্রাম
১০	সেইন্ট বাংলাদেশ	বরিশাল

রাঙ্গামাটির পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স বিএনএফ এর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ, সকলের মধ্যে একটি আন্তরিক ও হৃদয়তার সম্পর্ক তৈরি, দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে একসাথে কাজ করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ বছর টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ উপলক্ষ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাতে ঢাকা হতে রওনা হয়ে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি যাওয়া হয় এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকায় ফেরা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স এর কনফারেন্স রুমে টিম বিল্ডিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস ও জনাব মমতা চাকলাদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিলুর রহমান এনডিসি। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি এবং জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাঙ্গামাটি সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আরো

উপস্থিত ছিলেন বিএনএফ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, ফেনী জেলা থেকে আগত ১৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধিবৃন্দ। সঞ্চালনায় ছিলেন বিএনএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব সুভদ্রা বিশ্বাস এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাহী অফিসার জনাব সেহেলী পারভীন।



২ ডিসেম্বর ২০২৩ ১৮তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উদযাপন ও সহযোগী সংস্থা কে পুরস্কার প্রদান



বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে পালিত হলো ১৮তম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস। এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ঢাকায় এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ সমগ্র দেশে ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে এ দিবস পালন করে। প্রথম পর্বে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রেজাউল আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব মুনতারিন মহল আমিনুজ্জামান ও কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

এ দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা, পারফরমেন্স ক্যাটাগরি, উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক ক্যাটাগরি এবং নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটাগরিতে ৯টি সহযোগী সংস্থাকে পুরস্কার প্রদান, ১১টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৩১.২৫ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক প্রদান করা হয় এবং কেক কাটা হয়। দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষে পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ (ফ্রেস্ট হাতে)



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষে সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত র্যালি ও আলোচনা সভা

পুরস্কারপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ

পারফরমেন্স ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	উষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বিনাইদহ
২	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা), শরীয়তপুর
৩	মির্জাপুর ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ ফেডারেশন, পঞ্চগড়

উদ্ভাবনী/বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ
২	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩	আউশগাড়া উন্নয়ন সংস্থা, জয়পুরহাট

নির্বাহী প্রধান নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ক্যাটাগরি :

	পুরস্কার প্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা
১	পাঁচবিবি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, জয়পুরহাট
২	সোস্যাল মোবাইলাইজেশন টাঙ্ক (সমতা), মাদারীপুর
৩	গ্রামীণ আলো, বগুড়া

তৃতীয় অধ্যায়

- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি
- সাফল্যগাথা (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ)

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও এসডিজি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

এসডিজি ৫ : জেডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য শাস্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

এসডিজি ১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা

দারিদ্র্যদূরীকরণ, পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় এবং সব জায়গার সব মানুষ যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিত টেকসই উন্নয়ন অর্জন একটি বৈশ্বিক আহ্বান। আমরা স্বপ্ন দেখি এমন এক পৃথিবী যেখানে থাকবে না ক্ষুধা-দারিদ্র্য রোগ-শোক অভাব-অনটন। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অর্জনে আমাদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসডিজির আওতায় ১৭টি মূল অর্জন থেকে ৩৯টি সূচককে বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব-স্ব অবস্থানে

থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আরও সুসমন্বিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অর্জন (এসডিজি) অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় রোধ করতে হবে। সঠিক ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করলে ২০৩০ সালের আগেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সামর্থ্য হবো।

বাংলাদেশ এনর্জি ও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ :

এসডিজি এর ক্র. নং.	এসডিজি এর অভীষ্ট	বিএনএফ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
১	১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
২	২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
৩	৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
৪	৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি
৫	৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
৬	৬	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
৭	৭	সকলের জন্য সশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
৮	৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
৯	১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২-৮ ও ১৩ তে নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ, আলু চাষ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ ইত্যাদি);

খাদ্য ও পুষ্টি;

ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ এবং সবজি চাষ;

স্বাস্থ্য সেবা;

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা;

বয়স্ক শিক্ষা;

পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন;

নারীর ক্ষমতায়ন; সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ;

বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ;

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ;

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন;

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা;

সৌর বিদ্যুৎ;

জ্বালানি কাঠ সশ্রয়ী উন্নত চুলা;

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন;

কর্মজীবী শিশু ও অতিদরিদ্রদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ;

মাদকবিরোধী গণ সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন;

নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

নিরাপদ সড়ক;

মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিক এবং সাধারণের প্রশিক্ষণ;

সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন;

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি (লোক সঙ্গীত, পটগান, গণনাট্য ও মঞ্চ উপস্থাপনা ইত্যাদি)।

টেকসই উন্নয়ন অভিযান তাজনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

এসডিজি ১ : সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

গৃহীত কর্মসূচি : ভ্যান প্রদান



বিএনএফ হতে পাওয়া ভ্যানের পাশে শেরপুরের মো. হাসান ও তাঁর স্ত্রী

হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ জন হতদরিদ্রদের মাঝে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে বিনামূল্যে পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা ‘নবাবুণ ঐক্য সংঘ’ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থ নবাবুণ ঐক্য সংঘ শেরপুর উপজেলার খামারকান্দি ইউনিয়নের ১৪ জন হতদরিদ্রদের প্রত্যেককে ১৬,২৬৫/- টাকা মূল্যের ১৪টি ভ্যান প্রদান করে।

বিলনোথার গ্রামের জনাব মো. হাসান দুই সন্তানসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় পিতা-মাতাসহ

সংসারের পুরো দায়িত্ব পালন করতে হয় হাসানকে। সুবিধামতো কাজ না পাওয়ায় চায়ের দোকানে দিন চুক্তি কাজ শুরু করেন। চায়ের দোকান থেকে প্রতিদিন ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পেয়ে থাকেন। এ টাকায় সংসার চালাতে পারছিলেন না।

নবাবুণ ঐক্য সংঘ হাসানকে বিনামূল্যে পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করে। ভ্যান চালিয়ে দৈনিক গড়ে ৩৫০ থেকে ৫০০ টাকা আয় করে থাকেন। বর্তমানে হাসান সংসার চালিয়েও কিছু টাকা সঞ্চয় করে থাকেন।

গৃহীত কর্মসূচি : মৃৎ, বাঁশ ও বেত শিল্প



বিএনএফ হতে বেত পেয়ে বেতের কাজ করছেন রাজবাড়ী জেলার সুনিল দাস ও তাঁর স্ত্রী কাজল দাস।

‘ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ৮ম পর্যায়ের ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলাস্থ জামালপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, বৃ-মাগুরা, গোবিন্দপুর ও ডাঙ্গাহাতিমোহন গ্রামে ‘মৃৎ, বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করেছে।

সংস্থাটি ২২টি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে মৃৎ শিল্পীদের জন্য ৫টি রং শ্রেণী মেশিন প্রতিটির মূল্য ৯ হাজার টাকা (মোট ৪৫ হাজার টাকা), পণ্য সংরক্ষণের জন্য ছাউনি ঘর ৩টি। প্রতিটি ঘর স্থাপনা খরচসহ মূল্য ১৬ হাজার টাকা (মোট ৪৮ হাজার টাকা), পণ্য উৎপাদনের জন্য মোটর চালিত চাকা ১টি যার মূল্য ১৫ হাজার টাকা, ৬ জনকে পণ্য উৎপাদনের জন্য ৩৬ হাজার টাকার উৎকৃষ্ট মাটি; ৩ জন বেত শিল্পীকে ৩৬ হাজার টাকার ৩০০টি উৎকৃষ্ট বেত এবং ৪ জন বাঁশ শিল্পীকে ৪০ হাজার টাকার ৪০০টি উৎকৃষ্ট বাঁশ বিনামূল্যে প্রদান করেছে।

এ তিনটি সম্প্রদায়ের উপকারভোগীগণ বংশানুক্রমিকভাবে এ পেশায় নিয়োজিত। ইতোপূর্বে তাঁরা কোনো সংস্থা হতে কোনরূপ সহায়তা পাননি। ‘মৃৎ, বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম এলাকার প্রাচীন এ শিল্পের

সাথে সম্পৃক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিক, উপকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়ায় এ সকল শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটছে বলে প্রতীয়মান হয়।

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলাস্থ জামালপুর ইউনিয়নের ডাঙ্গাহাতিমোহন গ্রামের সুনিল দাস ও স্ত্রী কাজল দাস বেতের তৈরি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করেন। কাজল দাসের অভাব অনটনের সংসার। কোনমতে দিন কেটে যায়। বেশি পুঁজি না থাকায় তাঁদের বেতের পণ্য উৎপাদন ছিল খুবই কম।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘মৃৎ, বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি’ থেকে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে তাঁদের কাঁচামাল হিসেবে ১০০টি বেত প্রদান করা হয়। এ বেত পেয়ে কাজল দাসের পরিবার খুবই উপকৃত হয়েছে। এখন তাঁরা অনেক পণ্য তৈরি করতে পারছেন। তাঁরা ধামা, সাঝি, কাঠা, সের, দাঁড়িপাল্লাসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। সংস্থা থেকে দেওয়া ১০০টি বেত বর্তমানে কাজল দাসের পরিবারের জন্য বড় অংকের পুঁজি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসডিজি ২ : ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জনে এবং টেকসই কৃষির প্রসার

গৃহীত কর্মসূচি : মাছ চাষে সহায়তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন মৎস্য চাষে সহায়তা এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘প্রযুক্তি পীঠ’কে ৭ম পর্যায়ে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। প্রযুক্তি পীঠ ২৫ জন মৎস্য চাষীকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে ২৫ জনের মধ্যে ২৫ হাজার বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা, প্রত্যেককে ২ বস্তা করে ৫০ বস্তা মাছের খাবার বিনামূল্যে প্রদান করে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১,০৫৬ জন রোগিকে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অতিদরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, ১৫ জন স্বাস্থ্য সেবিকাকে প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণসহ সচেতন করা হয়।

কুমিল্লা জেলার আমড়াতলী, বরুড়া ডাকঘর নিবাসী কানুপুর গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর পুত্র জনাব আব্দুল মমিন। দিনমজুরি করে তিন সন্তানসহ পাঁচ সদস্যের সংসার অভাব অনটন কোনভাবেই কাটছিল না। নিজের জমি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ছিল শুধু ২২ শতাংশের একখণ্ড ডোবা পুকুর।

কিন্তু অর্থের অভাবে পুকুরে মাছ চাষও করতে পারছিলেন না। তাই দিনমজুরি করে সংসার চালানো খুবই কষ্ট হচ্ছিল। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে কুমিল্লা জেলার ‘প্রযুক্তি পীঠ’ সংস্থা হতে মৎস্য চাষের উপর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন আব্দুল মমিন। প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে তাঁকে মাছের পোনা ও মাছের খাদ্য প্রদান করা হয়।

এখান থেকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ, মাছের পোনা ও মাছের খাদ্য পেয়ে তিনি ২২ শতাংশের পুকুরে মাছের চাষ শুরু করেন। আব্দুল মমিনের নিয়মিত পরিচর্যা ও প্রযুক্তি পীঠ কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরামর্শে রুই, কাতলা, মুগেল, ব্রিগহেড ও তেলাপিয়া মাছের চাষ করে ব্যাপক লাভবান হয়। এর মাধ্যমে তাঁর সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তিনি ভবিষ্যতে মাছ চাষ আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছেন। আব্দুল মমিনের সচ্ছল জীবন দেখে আশেপাশের অনেকে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ হয়। আব্দুল মমিন মাছ চাষের মাধ্যমে তাঁর জীবন বদলে দিয়ে এলাকায় একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।



বিএনএফ হতে মাছের পোনা ও মাছের খাবার পেয়ে মাছ চাষ করছেন কুমিল্লার আব্দুল মমিন।

গৃহীত কর্মসূচি : মৌ চাষে সহায়তা



বিএনএফ এর অনুদানে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় উপকারভোগীগণের মৌ চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিআইএ কর্তৃপক্ষ।

কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার খালিশা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী শ্রীমতি নীলা রানী। স্বামী পেশায় কাঠমিস্ত্রি। একমাত্র স্বামীর উপার্জনে পাঁচ সদস্যের সংসার নিয়ে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। পাঁচ শতক ভিটা ছাড়া আর কোনো আবাদি জমি নেই। মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে নীলা রানী অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন।

২০১২ সালে ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এপিকালচার (বিআইএ)’ এর কর্মকর্তা জনাব আব্দুস ছাত্তার মৌ চাষী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচকালে নীলা রানী মৌ চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে খুবই আগ্রহী হন। তাঁর আগ্রহ ও অবস্থা দেখে

তাঁকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের ‘বিআইএ’ কর্তৃক আয়োজিত এবং বিএনএফ-এর অর্থায়নে মৌ চাষের উপর ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে বিনামূল্যে দুটি মৌ বাক্স প্রদান করা হয়। তিনি মৌমাছির চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরে মৌমাছি ধরা ও পরিচর্যা করে মৌ কলোনী শক্তিশালী করতে এবং নিজের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে সময় ব্যয় হওয়ায় বেশি মধু উৎপাদন করতে পারেননি। পরবর্তীতে ৫/৬টি মৌকলোনী হতে প্রতি বছর গড়ে ৮০ কেজি মধু উৎপাদন করে ৫ বছরে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হন। প্রতি কেজি মধুর মূল্য গড়ে ৬০০/- (ছয়শত) টাকা। প্রতি মাসে তাঁর গড়ে প্রায় ৪০০০-৫০০০ টাকা আয় হয়।

অর্জিত অর্থ দিয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ও ভরণপোষণ এবং সাংসারিক কাজে ব্যয় করেন। এছাড়াও, মধু বিক্রির ৮০ হাজার টাকায় ২০ শতক জমি বন্ধক রেখে চাষাবাদ করছেন। এতে তাঁরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

তাঁর আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনমান উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যাহা এলাকায় একজন স্বাবলম্বী গৃহিণী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর এ সাফল্য দেখে গ্রামে অনেক নারী মৌ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। সামান্য সহযোগিতা পেলে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো যায় শ্রীমতি নীলা রানী দেখিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে চলেছে।



বিএনএফ হতে মৌ চাষে সহযোগিতা পেয়ে মধু চাষে ব্যস্ত শ্রীমতি নীলা রানী

এসডিজি ৩ : সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

গৃহীত কর্মসূচি : দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসাসেবা



দাঁতের চিকিৎসা করছেন চিকিৎসক।

বগুড়া জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এস.ডি.এস)' জেলার শেরপুর উপজেলায় দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ১২তম পর্যায়ে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। দন্ত চিকিৎসাসেবার আওতায় সংস্থাটি রসুল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রেজিস্টার্ড দন্ত চিকিৎসক দ্বারা ১৫ জনকে বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫ জনের রুট ক্যানেল করানো হয়েছে। দন্ত চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তদের একজন বেগম মমতা। শেরপুর উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নের বনিকপাড়ার বাসিন্দা জনাব লাল মিয়ার স্ত্রী। পেশায় তিনি ছোট মুদি দোকানদার। এ দোকান হতে আয়ই তাঁর একমাত্র উৎস। জনাব লাল মিয়ার স্ত্রী বেগম মমতার দাঁতে ইনফেকশন হলে খুবই জ্বালাপোড়া শুরু হয়। কিন্তু আর্থিক অভাবের কারণে স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে পারেন না লাল মিয়া। সমাজ উন্নয়ন সংস্থা তাঁদের এ দুরাবস্থার কথা জানতে পেরে মমতাকে বিনামূল্যে রুট ক্যানেল

করানোর ব্যবস্থা করে। চিকিৎসা দেওয়ার পর বেগম মমতা সুস্থ হন।

এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা ৪০ জনকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়। এরমধ্যে ১২

জনকে শেরপুরে 'এবিসি শেরপুর কেন্দ্র' নামক চক্ষু হাসপাতাল হতে ছানি অপারেশন করানো হয়। যে ১২ জনের ছানি অপারেশন করা হয় তাঁদের একজন শেরপুর উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নের বনিকপাড়া গ্রামের জসিমুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলায়মান আলী। তিনি পেশায় একজন রিকশা চালক।

অনাহারে অর্ধাহারে চলে তাঁর সংসার। চোখে ছানি পড়ায় ঠিকমত রিকশাও চালাতে পারতেন না। ফলে সংসার চালানো তাঁর খুবই কঠিন হয়ে পড়ে ও পরিবার নিঃশ্ব হয়ে পড়ে। সোলায়মান সমাজ উন্নয়ন সংস্থার শরণাপন্ন হলে সংস্থা বিনামূল্যে একটি চোখের ছানি অপারেশন করে দেয়। ছানি অপারেশনের পর তিনি পুনরায় রিকশা চালাতে সক্ষম হন। রিকশা চালিয়ে যে আয় করছেন তা দিয়ে তিনি বেশ ভালোই আছেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এরকম বহু সোলায়মানকে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।



বিএনএফ এর সহায়তায় চক্ষুসেবা দিচ্ছে বগুড়ার এস.ডি.এস।

গৃহীত কর্মসূচি : ভ্যানে নিরাপদ খাদ্য তৈরির উপকরণ ও বিক্রির জন্য ভ্যান প্রদান



বিএনএফ হতে পাওয়া টিনের পাত ও কাঁচে ঘেরা এবং টিনের পাতের ছাউনিযুক্ত চার চাকা বিশিষ্ট ভ্যানে ফুচকা ও চটপটি বিক্রি করছেন শাজাহান ব্যাপারী।

মাদারীপুর জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা 'সমাধান সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)' বিএনএফ হতে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থে এসএসইউএস ভ্যানে নিরাপদ খাদ্য তৈরি ও বিক্রি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংস্থাটি ৮ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে টিনের পাত ও কাঁচে ঘেরা এবং টিনের পাতের ছাউনিযুক্ত চার চাকা বিশিষ্ট ভ্যান এবং ৫ হাজার টাকা মূল্যের চটপটি/ফুচকা

তৈরির উপকরণ (টিনের বড় পাত্র, ডাল, ফুচকা, কাপ-পিরিচ, প্লেট, মসলা, তেঁতুল, ইত্যাদি) প্রদান করে। প্রতিটি ভ্যান তৈরি করতে ২৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

সদর উপজেলার পানিচত্র গ্রামের শাজাহান ব্যাপারী আগে রিকশা চালতেন এবং মাঝে মাঝে অন্যের চটপটির দোকানে সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। এ কাজ করে দৈনিক প্রায় ৩০০-৪০০ টাকা আয় হতো।

শাজাহান ব্যাপারীকে চটপটি ও ফুচকা তৈরির উপকরণ এবং ভ্যান প্রদান করা হয়। তিনি বিকেলে চটপটি ও ফুচকা বিক্রি করেন এবং সকালে অন্য কাজ করে থাকেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বিক্রি করায় তাঁর বিক্রিও বেশি হয়। সমস্ত খরচ বাদে প্রতিদিন ৮০০-১০০০ টাকা লাভ থাকে। তিনি প্রতিদিন ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। আগে ভাড়া বাসায় থাকলেও পরে তিনি একটি বসত ঘর নির্মাণ এবং বাড়িতে নলকূপ স্থাপন করেছেন।

এসডিজি ৪ : সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

গৃহীত কর্মসূচি : কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ তৈরি

অন্য সব দেশের মত বাংলাদেশও এ লক্ষ্য অর্জনে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি-৪) এর সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বা সূচক রয়েছে। যার মধ্যে প্রধানত ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা; ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি হিসাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবে একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সব নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এসডিজির এ অভিষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে বিগত ২০১১ সাল হতে 'সোসাইটি ফর আরবান এন্ড রুরাল হিউম্যান ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট-সুহদ' কর্তৃক 'বিএনএফ-সুহদ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বেজলাইন সার্ভের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি ব্যাচে ১০ (দশ) জন করে ৩-৬ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। জাপান সরকারের



কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা এর প্রাক্তন উপপরিচালক জনাব আসলাম হোসেন।

অনুদানে নির্মিত জাপান সুহদ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ হলে বিএনএফ এর দেওয়া ৪টি কম্পিউটার ও সুহদ এর নিজস্ব কম্পিউটার ব্যবহার করে দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার/ইনস্ট্রাকটরের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিকো) কর্তৃক স্বল্প মেয়াদি বেসিক ট্রেড কোর্স (৬ মাস) পরিচালনার জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং সুহদ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান জাপান সুহদ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে বাকাশিকো অনুমোদিত প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহার করে উক্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের বাকাশিকো এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন করানো হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে আবার বাকাশিকো এর অধীনে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ প্রতি শিক্ষার্থীদের বাকাশিকো কর্তৃক সনদ প্রদান করা হয়, যা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি/কর্মসংস্থান লাভে গ্রহণযোগ্য সনদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিএনএফ-সুহদ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৩য়

হতে ৭ম কিস্তি পর্যন্ত এ যাবৎ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা। প্রত্যক্ষ উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১১২ জন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মধ্যে ৪০ জন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, কম্পিউটার তথ্য সেবা কেন্দ্র, কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং এবং ডিজাইনের কাজ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। ২৫ জন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছে। বিদেশে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেয়েছে ২০ জন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও আয়বর্ধক কর্মে নিয়োজিত আছেন ২৭ জন। তাঁদের মধ্যে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার হোসাখাল গ্রামের জনাব আবুল হোসেনের মেয়ে বেগম মোছা. সেলিনা আক্তার সুহদ এ. কে. কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি নামক প্রতিষ্ঠানে এবং প্রাণেশ্বর ভৌমিকের মেয়ে প্রিয়াংকা রানী ভৌমিক নাঙ্গলকোট সরকারী হাসান মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের কম্পিউটার প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। সর্বোপরি এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কেহই বেকার নেই।

এসডিজি ৫ : জেলার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
গৃহীত কর্মসূচি : মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে পাওয়া সেলাই মেশিনে কাজ করছেন পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম নগর (সাবেক পুঠিমারী ছিটমহল) গ্রামের মোছা. তনজিনা বেগম।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার ময়দানদিঘী ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম নগরে ‘বাল্যবিবাহ/যৌতুক ও মাদকবিরোধী প্রচার, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি’ বাস্তবায়নের জন্য ‘সেন্টার ফর রাইটস এন্ড ডেভলপমেন্ট (সিআরডি)’কে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

সিআরডি বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম নগর গ্রামে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর, গ্রাম পুলিশ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সার্বিক সহযোগিতায় নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধাকে নিয়ে মাদকবিরোধী প্রচার বিষয়ক সভার মাধ্যমে গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবা কী? এ সকল মাদকদ্রব্য সেবনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কুফল ও কী কারণে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সকল সভায় বিবাহ, মোহরানা,

যৌতুক প্রদান ও যৌতুক নেওয়ার শাস্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক, ভরণপোষণ এবং কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে সমাধানের উপায় বা করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, সিআরডি ১৮ জন হতদরিদ্র নারী নির্বাচন করে তাঁদের বিনামূল্যে ৬ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে বিনামূল্যে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করে। মোছা. তনজিনা বেগমকেও একটি সেলাই মেশিন প্রদান করে।

মোছা. তনজিনা বেগম বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম নগর (সাবেক পুঠিমারী ছিটমহল) এর স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁদের ৩ সন্তান। তনজিনা ও তাঁর স্বামী সিরাজুল ইসলাম কৃষি শ্রমিকের কাজ করেন। এলাকায় সব সময় কৃষি শ্রমিকের কাজ থাকে না। এক জনের কাজ থাকেতো আর এক জনের কাজ থাকে না। এ আয় দিয়েই চলতে হয় তাঁদের।

ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়ে। দিন দিন পরিবারের সদস্যদের চাহিদা বাড়ছে খরচও বাড়ছে। কিন্তু আয়ের পথ সীমিত। কঠোর পরিশ্রমের কারণে তাঁর স্বামী প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। অভাব যেন তাঁদের পরিবারে জেকে বসতে শুরু করেছে।

মোছা. তনজিনা বিএনএফ হতে পাওয়া সেলাই মেশিন দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় পোশাক তৈরি করেন। গ্রামবাসীও তাঁর নিকট হতে নতুন পোশাক তৈরি করান ও পুরাতন পোশাক সেলাই করান। সেলাই করে তনজিনার বাড়তি আয় হয়ে থাকে। তাঁর সংসার এখন ভালভাবে চলছে। তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় না। কাপড় তৈরি ও সেলাইয়ের আয় দিয়ে তিনি বাড়িতে একটি ছোট মুদির দোকান দিয়েছেন। সে মুদির দোকান তিনি পরিচালনা করেন। মুদির দোকানে বসেই সেলাইয়ের কাজ করে থাকেন।

গৃহীত কর্মসূচি : কাঁতা/রশি তৈরিতে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ



বিএনএফ এর অনুদানে কাঁতা/রশি তৈরির সকল উপকরণ পেয়ে কাঁতা/রশি তৈরি করছেন খুলনার শিফালী বেগম।

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার জামিরা ইউনিয়নের জামিরা গ্রামের আবু তালেব গাজী একজন ভ্যানচালক। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাঁদের সংসার। ছোট ছেলে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তাঁদের কোন জমি-জমা নেই। দুই শতক জমির উপরে বসবাস করেন। ভ্যান চালিয়ে আবু তালেব গাজী সংসার চালাতেন। স্ত্রী শিফালী বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। দুইজনের আয়ে কষ্টে চলে তাঁদের সংসার। ভিতরে ভিতরে আবু তালেব গাজীর দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা করানোর মতো টাকা না থাকায় ধার করে শিফালী বেগম স্বামীর চিকিৎসা করান। এ অবস্থায় ছয় মাস চিকিৎসা করানোর পর তিনি মারা যান এবং শিফালী বেগম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

অন্যের বাড়িতে কাজ করে কতইবা আয় হয়। অনেক কষ্টে জীবন চলছিল। বিধবা শিফালী বেগম সন্তানদের নিয়ে দিশেহারা

হয়ে পড়েন। খুলনা জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন' শিফালী বেগমকে বিনামূল্যে কাঁতা/রশি তৈরির মেশিন ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করে।

নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়ে আঁশ তৈরি করে সে আঁশ দিয়ে চিকন রশি তৈরি

করা হয়। এর আঞ্চলিক নাম কাঁতা। এ কাঁতা দেশে-বিদেশে অনেক চাহিদা আছে। এ কাঁতা দিয়ে গ্রামের মানুষ ধানের গোলা, পাপস, বড় বড় কার্পেট, গরু বাঁধার দড়ি, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে থাকেন। এ কাঁতা খুবই শক্ত এবং পানিতেও সহজে পঁচে না বা নষ্ট হয় না। এ কারণে কাঁতা/রশির দাম তুলনামূলক



কাঁতা/রশি তৈরির জন্য পাঁচানো নারিকেলের ছোবড়া প্রোসেস করছেন খুলনার শিফালী বেগম।

কিছুটা বেশি। কাঁতা তৈরি করতে নারিকেলের ছোবড়া পানিতে পঁচানো হয়। এ পঁচানো ছোবড়া হাতুড়ি দিয়ে পিঠিয়ে এটা হতে আঁশ বের করা হয়। এ আঁশ বিশেষ পদ্ধতিতে কাঁতা/রশি তৈরি করা হয়।

বিধবা শিফালী বেগম বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে কাঁতা তৈরির কাজ শুরু করেন। শিফালী বেগম সংসারের কাজের ফাঁকে ও ছেলে-মেয়েদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১ কেজি কাঁতা/রশি তৈরি করেন। এক কেজি কাঁতার মূল্য ৪০০-৫০০ টাকা। কাঁতা বিক্রি করে নারিকেলের ছোবড়া ত্রয়ের জন্য টাকা রেখে দিয়ে বাকি টাকা দিয়ে সংসারে খরচ করেন।

শিফালী বেগম এখন সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। শিফালী বেগম বিএনএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে এ কাঁতা তৈরির মেশিন পেয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

জামিরা গ্রামের নারী-পুরুষ আগে থেকেই কাঁতা তৈরির কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন মা ও শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশনকে 'কাঁতা শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের জন্য ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

সংস্থাটি এ অনুদানে ৪০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে ৩নং জামিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাওলানা মোঃ মাইফুল হাসান খানকে প্রধান অতিথি করে উপকারভোগীগণকে কাঁতা তৈরির উপকরণসমূহ প্রদান করে। ৪০ জন উপকারভোগীর প্রত্যেককে ৪,৫০৯/- টাকা ব্যয়ে ১টি কাঁতা তৈরির মেশিন, ২টি কাঁতা পাকানোর মেশিন, ১টি কাঁতা গুছিয়ে রাখা মেশিন, ১টি প্লাস্টিকের চেয়ার, ১টি সিমেন্টের বড় নান্দা, ১টি লোহার হাতুড়ি ও ২০০টি নারিকেলের ছোবড়া প্রদান করা হয়।

এসডিজি ৬ : সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

গৃহীত কর্মসূচি : পন্ড স্যান্ডস ফিল্টার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় 'মালটি টাস্ক' সংস্থার মাধ্যমে স্থাপিত 'পন্ডস স্যান্ডস ফিল্টার (পিএসএফ)' দরিদ্র পরিবার নিরাপদ পানি পানে ও পরিবারের সকল কাজে ব্যবহার করছে। যার ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বর, জন্ডিস, কৃমিসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ হ্রাস পেয়েছে। ইতিপূর্বে এ সকল দরিদ্র উপকারভোগীগণ পুকুরের খোলা পানি পরিবারের সকল কাজ কর্মে ও পিপাসা মিটাতে ব্যবহার করত। প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে কোন টিউবয়েল স্থাপন করা যায় না বিধায় পুকুরের পানির বিকল্প ছিল না।

বিএনএফ এর অনুদানে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা মালটি টাস্ক এর মাধ্যমে ৪৫০ দরিদ্র পরিবারের জন্য পিএসএফ স্থাপন করে।

এ থেকে পানি পেয়ে পানি বাহিত রোগ থেকে উপকারভোগীরা মুক্তি পেয়েছেন। এর ফলে অসুখ বিসুখের চিকিৎসা ও ঔষধ খরচ হতে বেচে যাওয়া অর্থ সংসারের কাজে ব্যবহার করে আর্থিক লাভবান হচ্ছেন। যার ফলে তাঁদের জীবনযাত্রার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।



'পন্ড স্যান্ডস ফিল্টার' হতে বিশুদ্ধ পানি পান করছেন এক পথচারী।

গৃহীত কর্মসূচি : স্বাস্থ্যসম্মত আধাপাকা টয়লেট নির্মাণ



খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় বিএনএফ এর অনুদানে নির্মিত মিতা চাকমার আধাপাকা টয়লেট

খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার ১২নং প্রকল্প গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না। এখানে কিছু নারী প্রধান পরিবার রয়েছে। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তাঁদের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করার সামর্থ্য নেই। যাদের টয়লেট নেই তাঁরা বাহিরে যেয়ে থাকেন এবং কিছু পরিবারের আছে কাঁচা টয়লেট। এ কারণে এলাকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে। পরিবেশ হয়ে পড়ে দূষিত। দূষিত পরিবেশের কারণে গ্রামবাসী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসায় অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং অনেকের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে পারেন না।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ১২নং প্রকল্প গ্রামের বাসিন্দাদের এ সমস্যা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ‘কাবিদাং’ নামক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে টয়লেট নির্মাণ

কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ লক্ষ্যে বিএনএফ কাবিদাংকে ৪র্থ পর্যায়ে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। কাবিদাং ১২নং প্রকল্প গ্রামে ১৩টি দরিদ্র পরিবারকে ১৩টি আধাপাকা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করে দেয়। টয়লেট নির্মাণ করার পর তাঁদের রোগ-বালাই অনেক কমে যায়। এতে চিকিৎসা ব্যয়ও কমে যায়।

খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলাধীন ১২নং প্রকল্প গ্রামের বাসিন্দা মৃত তরুন চন্দ্র চাকমার স্ত্রী মিতা চাকমা। তরুন চন্দ্র চাকমা যতোদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন। তাঁদের এক কন্যা সন্তান ছিল। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য সে কন্যা সন্তানের বয়স যখন ১২/১৩ বছর বয়স তখন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। সুস্থ হওয়ার এক-দুসপ্তাহ পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরপর থেকে তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। ২০১৭ সালে তরুন চন্দ্র চাকমা

হঠাৎ অজ্ঞাত এক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিপাকে পড়েন মিতা চাকমা।

মিতা চাকমার বাড়িতে কোন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ছিল না। তাঁরা খোলা গর্ত পায়খানা ব্যবহার করতেন। তাঁদের ন্যায় প্রতিবেশীদেরও ৫/৬টি গর্ত পায়খানা ছাড়া কোন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল না। তাঁরা প্রায়ই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতেন। কাবিদাং মিতা চাকমাকে বিএনএফ এর অনুদানে একটি আধাপাকা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করে দেয়। বিনামূল্যে যে টয়লেট পাওয়া যায় এটা এ গ্রামের বাসিন্দাদের ধারণাতেই ছিল না। একটি স্বাস্থ্যসম্মত আধাপাকা টয়লেট পেয়ে মিতা চাকমাসহ অন্য ১২ জন অসহায় হতদরিদ্র পরিবার উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সংক্রান্ত রোগ-বালাইয়ের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

এসডিজি ৭ : সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

গৃহীত কর্মসূচি : পরিবেশ দূষণরোধে ও ধূমামুক্ত বন্ধু চুলা



বিএনএফ এর অনুদানে নওগাঁ জেলায় উপকারভোগীর বাড়িতে নির্মিত বন্ধু চুলা

পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। মহাবিশ্বে পৃথিবী নামের এ গ্রহ ছাড়া আমাদের বসবাসের জন্য আর অন্য কোনো জায়গা নেই। কাজেই একে আমাদের বসবাসযোগ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। সূর্য থেকে আগত রেডিয়েশনের কিছু অংশ পৃথিবীপৃষ্ঠে বিদ্যমান গ্রিনহাউজ গ্যাস কর্তৃক শোষিত হয়। আর কিছু অংশ বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে যদি মানব সৃষ্ট গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তাহলে বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। পরিবেশ দূষণ রোধে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সামর্থ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থা ‘সমাজ কর্ম উন্নয়ন সংস্থা’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে রসুলপুর ইউনিয়নে উন্নত চুলার (বন্ধু চুলা) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি নিয়ামতপুর ইউনিয়নের ১৪০টি পরিবারকে এ চুলা স্থাপন করে দেয়।

উন্নত চুলা স্থাপনের পূর্বে পরিবারগুলো প্রচলিত চুলা ব্যবহার করতেন। প্রচলিত চুলা ব্যবহার করার ফলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতো। যেমন-জ্বালানি অপচয়, ধোঁয়াজনিত বিভিন্ন অসুখ

যেমন- হাঁপানি, মাথাব্যথা, চোখ জ্বালাপোড়া, রান্না ঘরের কালিঝুলি পড়া, হাড়িপাতিল অল্প সময়ে নষ্ট হওয়া, রান্না ঘরের ছাউনি-দেয়াল তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়া, রান্নার জন্য সময় বেশি লাগা, ইত্যাদি।

বন্ধু চুলা স্থাপনের ফলে প্রায় ৫০% জ্বালানি সাশ্রয় হয়, চুলায় চিমনি থাকায় রান্না ঘর ধোঁয়া ও দূষণমুক্ত থাকে, মহিলারা ধোঁয়াজনিত সমস্যা হতে নিরাপদ থাকে, চিকিৎসাজনিত খরচ কম হয়, রান্নাঘর ও রান্নার তৈষজপত্র তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সর্বোপরি অর্থের সাশ্রয় হয়ে থাকে। এ চুলা ব্যবহার করার ফলে ধোঁয়া কম হয়ে থাকে। এতে পরিবেশ দূষণ কিছুটা হলেও কম হয়ে থাকে।

এসডিজি ৮ : সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

গৃহীত কর্মসূচি : পাল সম্প্রদায়কে মাটির তৈষজপত্র তৈরিতে উপকরণ ও হুইল মেশিন চাকা (ডাবল) প্রদান

ড. আখতার হামিদ খানের আবিষ্কৃত হুইল মেশিন চাকা (ডাবল) দিয়ে মাটির তৈষজপত্র তৈরি করে পাল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাবলম্বী হচ্ছেন। আর এ কাজে সহায়তা করছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।

কুমিল্লা জেলার রানির বাজারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক ও যন্ত্র প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানের নাম 'দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লি.'। এ কারখানার প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি ও সর্বজন পরিচিত, তিনি আমাদের গর্ব ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খান। ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণের সাথে নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লী উন্নয়নের উপযোগী কিছু মডেল কর্মসূচি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন। তারই একটি হুইল মেশিন চাকা (ডাবল)। মূলত: পাল সম্প্রদায়ের জন্য ১৯৬০ সালে এ মেশিনটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এখান থেকে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন। আধুনিক হুইল মেশিন চাকা (ডাবল) দিয়ে সহজেই ও অল্প পরিশ্রমে কম সময়ে বেশি পরিমাণে মাটির পাত্র/উপকরণ তৈরি করা যায়। এ পাল সম্প্রদায়ের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় পাল সম্প্রদায়কে বিনামূল্যে এ আধুনিক মেশিন প্রদান করে থাকে।

বিএনএফ এর বিনাইদহ জেলার 'পল্লী পুনর্গঠন সমাজ কল্যাণ সংস্থা' নামক সহযোগী সংস্থাকে ২০১৭ সালের মার্চ



ডাবল মেশিন দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি করছেন শ্রী চিত্যরঞ্জন পাল।

মাসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এ অনুদানের অর্থে সহযোগী সংস্থা বিনাইদহের সদর উপজেলার ৬নং গান্ধী ইউনিয়নের পাইকপাড়ায় ও কাশিমপুর গ্রামে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে একটি করে এ মেশিন প্রদান করে। একটি মেশিনের মূল্য প্রায় ১২ হাজার টাকা। ১০ জনের একজন হল পাইকপাড়া গ্রামের জনাব ক্ষিতিশ পালের ছেলে জনাব শ্রী চিত্যরঞ্জন পাল।

জনাব শ্রী চিত্যরঞ্জন পালের সংসারে সদস্য সংখ্যা ৭। তাঁর ৪ ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করছে। অভাব অনটনের সংসার। তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে মাটির উপকরণ তৈরি করতেন। আগে তাঁর মাসিক আয় ছিল ৫/৬ হাজার টাকা। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় তিনি এ ডাবল মেশিন কিনতে পারেননি।

তাঁর এ আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে বিনামূল্যে একটি মেশিন দেওয়া হয়। এ মেশিন দিয়ে ভাড়া, দই ছোবা, তাওয়া, মালসা, হাড়ি, প্রদীপ বাতি, ধুপকাটি, জলভাড়া, বাডুদানী, গ্লাস, গামলা, প্লেট, বাটি, কলসসহ নানা উপকরণ তৈরি করে থাকেন। এ মেশিন দিয়ে বেশি পরিমাণ উপকরণ তৈরি করতে পারায় খরচও কমে গেছে। ফলে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি মাসে প্রায় ১২,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা আয় করে থাকেন। যে ১০ জনকে এ মেশিন দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমেই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

গৃহীত কর্মসূচি : ঋষি সম্প্রদায়কে বিনামূল্যে জুতা মেরামতের উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘আশ্রয়ণ সেবা সংস্থা (এএসএস)’ বিএনএফ এর অর্থায়নে ৮ম পর্যায়ের অনুদানে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘আয়বর্ধক কাজে সহায়তার মাধ্যমে ঋষি সম্প্রদায়ের টেকসই উন্নয়ন’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি বিএনএফ হতে ২.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান পায়। এ অনুদানের অর্থে মনিরামপুর উপজেলার খানপুর, হরিদাসকাটা, মনিরামপুর ও ভোজগাতী ইউনিয়নের চালকীডাঙ্গা, সাতনল খানপুর, হোগলাডাঙ্গা, গাংড়া, মহাদেবপুর ও তাহেরপুর গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের ২৮ জন হতদরিদ্রের জুতা সেলাইয়ের উপকরণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আগেও বিএনএফ এর অর্থায়নে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার ফলে তাঁদের কিছুটা উন্নতি হলেও আর্থিকভাবে ছিল খুবই অসচ্ছল। আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জুতা সেলাই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

যে ২৮ জনের জুতা সেলাইয়ের উপকরণ দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে ২৫ জন আগে থেকেই এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন এবং নতুন ৩ জনকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। যে ২৫ জন আগে থেকে জুতা সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁদের জুতা সেলাইয়ের সকল উপকরণ না থাকায় এবং যা ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম থাকায় উপার্জন তেমন হতো না। তাছাড়া তাঁদের কারো মালামাল বহন করার বাস্র এবং বসার মতো কোন চৌকি ছিল না। প্রত্যেককে ৬,৭৩০/- টাকা মূল্যের মালামাল রাখার জন্য কাঠের বাস্র ১টি, বসার জন্য কাঠের চৌকি ১টি, কাঠের বাট-এর বড় ছাতা ১টি, জুতা মেরামতের লোহার তিন



জুতা মেরামত করছেন যশোরের সুভাষ দাস।

ঠেংগ ১টি, লোহার হাতুড়ি ১টি, বাটালি ১টি, কালি (লাল+কালো+কফি রং ও গুড়া রং) ৪ কোটা, সলুশন আঠা ২ কোটা, ক্রিম ১ কোটা, লোহার কামরি ১টি, ভোমর ৪টি, সুতা ১ রোল, জুতার কাটা ৩ বক্স, কাটা চামড়া ১ কেজি, ব্রাশ ৪টি ও তাল-চাবি ১টি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে ৬,৭৩০/- টাকা মূল্যের মালামাল বা উপকরণ পেয়ে সকলে খুবই খুশি। তাঁরা বলেন, এতো টাকার মালামাল বা উপকরণ তাঁরা আগে কখনও পায়নি। জুতা মেরামতের সকল উপকরণ এক সাথে পেয়ে নতুন উদ্যোগে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে উপকারভোগীরা। এতে তাঁদের আয়ও বাড়ে। জুতা সেলাই করে প্রত্যেকে দিনে প্রায় ৩০০-৪০০ টাকা আয় করছেন। আগে তাঁদের আয় ছিল ১০০-১৫০ টাকা। উপকরণ পাওয়ার পর সকলের সংসার বেশ ভালোভাবেই চলছে এবং কিছু সঞ্চয়ও করছেন।

২৮ জন উপকারভোগীর একজন হলেন মহাদেবপুর গ্রামের মৃত পাগল দাসের

৪৫ বছর বয়সের ছেলে জনাব সুভাষ দাস। তাঁর ১ ছেলে ও ২ মেয়েসহ পরিবারের সদস্য ৫ জন। সংসারে তিনিই একমাত্র উপার্জনক্ষম। তাঁর উপরে সকলের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। আগে তাঁর জুতা মেরামতের সকল উপকরণ না থাকায় মেরামতের সকল কাজ করতে পারতেন না। ফলে দিনে ১০০-১৫০ টাকার বেশি উপার্জন করা সম্ভব হতো না। এ উপার্জনে বর্তমান সময়ে ৫ জনের সংসার চালানো তাঁর জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। পরিবার পরিজন নিয়ে সুভাষ দাস কোন রকম একবেলা খেয়ে আর একবেলা না খেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতেন। তাঁর আয় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি দিনে গড়ে প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা আয় করছেন। তিনি সংসার চালিয়ে অল্প পরিমাণ সঞ্চয়ও করছেন। বিএনএফ হতে জুতা মেরামতের উপকরণ পেয়ে সুভাষ দাসের হাহাকার জীবন থেকে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন।

এসডিজি ১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা

গৃহীত কর্মসূচি : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়নে রাবার চাষে বিএনএফ



রাবার বাগান পরিচর্যা করছেন উপকারভোগী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ‘আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প’ নামে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের জর্দান পাড়ায় ৭ পরিবারের প্রত্যেককে ৪০০টি করে রাবার চারা বিতরণ করা হয়।

এমন ৭টি পরিবারের ৭ জনকে রাবার চারা প্রদান করা হয় যাদের অন্য কোন পেশার কাজ করার তেমন সুযোগ না

থাকায় জুম চাষ করে থাকেন। তাঁদের নিজেদের জমিও নেই। তারা হেডম্যান রিপোর্টের মাধ্যমে পাওয়া ৩য় শ্রেণির জমিতে এ চারারোপণ করেন। এ ভূমির উপর ‘আগাপে’ সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে রাবার চাষ করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা খুবই আনন্দিত। যেহেতু রাবার চাষ সফল হলে প্রায় ৭-৮ বছরের মাথায় ফল উৎপাদন শুরু হবে ও ৪০০টি রাবার গাছ থেকে যে আয় আসবে তা একটি

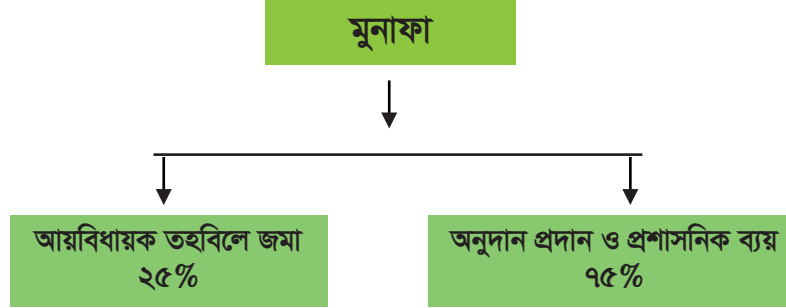
পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট। একটি রাবার গাছে উৎপাদন শুরু হলে সাধারণত পরবর্তী প্রায় ৪০ বছর যাবৎ তা উৎপাদনে থাকে। এছাড়া এ বাগানের ফলে ঐ ৫ একর জমির মালিকানাও তাঁরা স্থায়ীভাবে পেয়ে যাবেন। এরফলে তাঁদের দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

- তহবিল ব্যবস্থাপনা
- নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন

তহবিল ব্যবস্থাপনা

বিনিয়োগকৃত মূলধন হতে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যবহার :



বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও আইসিবি এএমসিএল ইউনিট

ফান্ডে বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্য মুনাফার ২৫% আয়বিধায়ক তহবিলে জমা এবং ৭৫% অনুদান প্রদান ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করা হয়। এ যাবৎ উদ্ধৃত জমাসহ

আয়বিধায়ক তহবিলে ১১৯.২০ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে। বর্তমানে মোট আয়বিধায়ক তহবিলের পরিমাণ ২৭৯.৫০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ এনাফ্রিও ফাউন্ডেশন

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট

সংলগ্নী-১

ব্যয়			
ক্রম নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
	সালের প্রাক্কলিত ব্যয়	সালের প্রকৃত ব্যয়	সালের প্রাক্কলিত ব্যয়
১।	একাডেমিক ব্যয়	১৬,৯৬,৪১,০০০	১৭,২৭,০০,০০০
	বাস্তব আদায়ী শুল্ক	(১৬,০০,০০০)	(১৬,৭২,০০০)
	নিট ব্যয়	১৬,৭৮,৪১,০০০	১৭,০৭,২৮,০০০
২।	বাংক এসটিভি হিসাব থেকে প্রাপ্ত ব্যয়	২৫,০০,০০০	৪৮,৫০,০০০
৩।	সরকার কর্তৃক ঋণ কার্যক্রমের জন্য অনুদান প্রাপ্তি	২০,০০,০০,০০০	-
৪।	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান	২৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
৫।	ভবন নির্মাণে সরকার হতে বিশেষ অনুদান	১০,০০,০০,০০০	১০,৫০,০০,০০০
৬।	প্রশিক্ষণ ফ্রি	৫০,০০০	১,৮৭,৬৪০
৭।	অনুদানের অধ্যায়িত অর্থ ফেরৎ প্রাপ্তি	২,০০,০০০	১,৯৫,৯২৫
৮।	বিস্তারিত পীনা প্রাপ্তি	১১,৫০,০০০	১১,৩৬,৫৯২
৯।	ঋণ কার্যক্রম হতে আসন্ন প্রাপ্তি	১৬,৭৯,৪৪,২৯৮	১৮,০০,৩৭,১৩৩
১০।	সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি	২৪,১০,৩৮৩	৩২,০২,৭২৭
১১।	বিশেষ আর্থিক/অর্থনৈতিক আয়কর	৮,০০,০০০	৮,১৬,০২৪
১২।	গত বছরের অর্থবিল স্থিতি	৪৭,৬০,৭০,০০০	৩৩,৯১,৮০৮
	সর্বমোট	১,৩৬,৮৯,৬৮,৬৮১	৭৫,০২,৫৩,৮৯৬

ব্যয়			
ক্রম নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
	সালের প্রকৃত ব্যয়	সালের প্রকৃত ব্যয়	সালের প্রকৃত ব্যয়
ক।	রাজস্ব ব্যয়	৩,৮০,০৪,০০০	৩,৪৬,০৬,১৯৫
খ।	নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচি সংক্রান্ত ব্যয়	৮,৪২,০০,০০০	৭,৯৪,১৮,০০০
গ।	ঋণ বিতরণ	৪০,০০,০০,০০০	২১,৩৫,০০,০০০
ঘ।	বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত ব্যয়	২৮,০০,০০,০০০	৬,৪৪,০০,০০০
ঙ।	নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যয়	১,০৯,৯০,০০০	৯৯,৯২,৪৯৩
চ।	মূলধন ব্যয় (১)	৭৪,২০,০০০	২,৮৭,৩৯৭
ছ।	মূলধন ব্যয় (২)	৩২,৮০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
জ।	অফিস ভবন নির্মাণ	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
ট।	বিনিয়োগ (একাডেমিক)	৫,০০,০০,০০০	৫,০০,০০,০০০
মোট (ক+চ)			
	সম্ভাব্য উল্লেখ্যতা	১৭,০০,৫৪,৬৮১	২৪,৮০,৪৯,৭৭৯
	সর্বমোট	১,৩৬,৮৯,৬৮,৬৮১	৭৫,০২,৫৩,৮৯৬

বাজেট প্রাক্কলিত স্থিতি (০১ জুলাই/২৩)	
প্রকৃত স্থিতি (০১ জুলাই/২৩)	৬:
০১ জুলাই/২৩ মোট একাডেমিক	৬:
প্রাক্কলিত স্থিতি (০১ জুলাই/২৪)	৬:
ক্রমপঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ (৩০ জুন/২৩)	৬:
ক্রমপঞ্জীভূত ঋণ আদায় (৩০ জুন/২৩)	৬:
ঋণ স্থিতি (৩০ জুন/২৩)	৬:
আবর্তক তথ্যবিলে ঋণার স্থিতি (৩০ জুন/২৩)	৬:

২০-০৩-২০২৩

ড. জিজ্ঞাসিত হুমায়ুন এনজিও
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মোঃ মোজাম্মিল আহসান
সিনিয়র প্রোগ্রামার



ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants
A PARTNERSHIP FIRM
.....since 1959

67, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA
(1ST FLOOR), DHAKA-1000
BANGLADESH
TEL: OFF: 880-2-223380933
FAX: 880-2-9567351, MOBILE: 01819-
228521
Email: maqbul.ahmed@yahoo.com
Website: www.atakhanca.com

Independent Auditor's Report

The General Body of Bangladesh NGO Foundation (BNF)

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of **Bangladesh NGO Foundation**, which comprise the statement of financial position as at **30 June 2023** and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the possible effect describe in the basis for qualified opinion section of our report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at **June 30, 2023**, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and comply with the requirements of the Companies Act, 1994, and other applicable laws and regulations.

Basis for qualified Opinion:

- Due to not Providing Fixed assets registers we could not perform physical verification of fixed assets.
- During the period an error identified that depreciation were wrongly charged on fixed assets in past several years. Those error has not been rectified in accordance with IAS-8
- FDR Interest has been recognised in accordance with cash basis accounting.
- Dividend has been recognised in accordance with cash basis accounting.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Board of Directors' Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The draft Board of Directors' Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report but before the finalization of Board of Directors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon since we have not been provided with any such information.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.



When we read the Board of Directors' report before finalization, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance of the Company so that the matter is duly addressed in the Board of Directors' report.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgements and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Company's financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
- b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appeared from our examination of these books; and
- c) The statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

Place: Dhaka,

Dated: 12 December 2023



Maqbul Ahmed

Maqbul Ahmed, FCA

ICAB Enrolment Number : 587

Partner

Ata khan & Co.

Chartered Accountants

DVC No: 2312120587FAS908036

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Financial Position
As at 30 June 2023

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2023	30 June 2022
<u>PROPERTY AND ASSETS</u>			
Fixed Assets	03.00	4,992,250	5,155,530
Work-in Progress (Office Building)	03.01	107,014,146	57,014,146
Advances , Deposits & Prepayments	04.00	29,851,658	29,851,658
Loan to POs	05.00	290,427,149	269,300,000
Cash and Cash Equivalent	06.00	331,256,287	339,220,858
Investment in FDR	07.00	2,948,621,722	2,940,130,181
Total Property and Assets		3,712,163,212	3,640,672,373
<u>FUND AND LIABILITIES</u>			
General Fund	08.00	1,309,975,636	1,257,423,581
Endowment Fund	09.00	1,625,714,600	1,625,714,600
Revolving Fund	10.00	509,016,855	502,184,386
Gratuity Fund	11.00	20,030,433	16,010,327
BNF Office Bhaban Nirman Fund	12.00	247,040,042	239,243,489
Provision for Expenses	13.00	385,646	95,990
Total Fund and Liabilities		3,712,163,212	3,640,672,373


Chairman

Bangladesh NGO Foundation (BNF)


Managing Director

Bangladesh NGO Foundation (BNF)

SIGN IN TERMS OF OUR ANNEXED REPORT OF EVEN DATE



Maqbul Ahmed, FCA

ICAB Enrolment Number : 587

Partner

ATA KHAN & CO.

Chartered Accountants

DVC No: 2312120587AS90 & 36

Dated: Dhaka

12 December 2023



Bangladesh NGO Foundation
Statement of Income & Expenditure
For the year ended 30 June 2023

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2022 - 2023	2021 - 2022
INCOME			
Income from FDR (General)		163,057,420	156,826,971
Income from ICB AMCL Unit Fund		9,975,000	7,315,000
Grants received from Government		50,000,000	50,000,000
Bank Interest on General Account		2,556,315	2,237,241
Service Charges		3,203,691	738,393
Training Fee Received from POs		186,720	-
Unexpected Grants Refunded from POs		118,156	147,836
Other Income		49,276	799,851
Total Income		229,146,578	218,065,292
EXPENDITURE			
Administrative Expenses	13.00	32,898,664	29,645,330
Office Rent		3,585,927	2,595,780
Telephone / Mobile Bill		371,282	341,844
Electricity Bill		314,904	349,478
Wasa Bill		65,587	63,665
Vehicle Insurance		336,348	373,780
Garage Rent		84,000	84,000
Income Tax Deducted At Source		1,247,081	964,719
VAT Deducted At Source		883,431	709,315
Land Development Fees		3,252	-
Bank Charge		181,846	159,196
Provision for Gratuity Fund		3,004,000	3,001,000
Grants Distribution to Partner NGO's		120,325,000	92,275,000
Monitoring Support Allowance		2,514,000	2,960,000
Grants Distribution Ceremony		167,493	70,876
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums		49,320	27,316
Excise Duty(General Fund)		1,906,000	1,578,000
Team Building Workshop		917,899	955,021
Publications (Library & Documentation)		419,726	293,865
Training Expenses of NGOs Representative		219,130	-
Prize Distribution Ceremony		32,301	29,294
Protection Material Purchase		2,235	10,280
Audit Fee		57,000	57,000
Miscellaneous Expenses		24,563	146,090
Depreciation(Schedule-A)		454,843	1,863,959
Total Expenses		170,065,832	138,554,808
Transfer to Revolving Fund		3,203,691	738,393
Excess of Income over Expenditure D/Y		55,877,055	78,772,093
Charges in fair value ICB AMCL unit Fund		(3,325,000)	9,310,000
Net Excess of Income over Expenditure D/Y		52,552,055	88,082,093


Chairman
Bangladesh NGO Foundation (BNF)


Managing Director
Bangladesh NGO Foundation (BNF)

SIGN IN TERMS OF OUR ANNEXED REPORT OF EVEN DATE



Maqbul Ahmed, FCA
ICAB Enrolment Number : 587
Partner

ATA KHAN & CO.

Chartered Accountants

Dated: Dhaka

12 December 2023



DVC No: 231252858745908031

Bangladesh NGO Foundation
Statement of Receipts & Payments
For the year ended 30 June 2023

Particulars	Amount in Taka	
	2022-2023	2021 - 2022
<u>OPENING BALANCE</u>		
Cash in Hand	40,000	40,000
Cash at Bank	339,180,858	158,506,914
	339,220,858	158,546,914
<u>RECEIPTS</u>		
Interest on FDR (General)	163,057,420	156,826,971
ICB AMCL Unit Fund Profit	9,975,000	7,315,000
Interest on Office Bhaban Nirman FDR	9,786,482	11,556,847
Interest on Gratuity Fund FDR	1,052,179	777,845
FDR Encashment of Office Bhaban Nirman	184,516,690	86,623,913
Grants received from Government	50,000,000	50,000,000
Grants received from Government as Revolving Fund	-	400,000,000
Principle Amount Received from POs as Revolving Fund	178,872,851	30,700,000
Service Charges Received from POs	3,203,691	738,393
Bank Interest on SND Account	6,663,646	3,869,178
Training Fee Received from POs	186,720	-
Unexpected Grants Refunded from POs	118,156	147,836
Other Income	49,276	799,851
Total receipts	607,482,111	749,355,834
<u>TOTAL</u>	946,702,969	907,902,748
<u>PAYMENTS</u>		
Administrative Expenses	32,898,664	29,645,330
Office Rent	3,299,000	2,595,780
Telephone / Mobile Bill	371,282	341,844
Electricity Bill	313,502	337,393
Wasa Bill	64,260	64,285
Vehicle Insurance	336,348	373,780
Garage Rent	84,000	84,000
Income Tax Deducted At Source	1,247,081	978,503
VAT Deducted At Source	883,431	737,921
Land Development Fees	3,252	-
Bank Charge	664,283	374,639
Grants Distribution to Partner NGO's	120,325,000	92,275,000
Loan to Partner NGO's	200,000,000	286,500,000
Monitoring Support Allowance	2,514,000	2,960,000
Grants Distribution Ceremony	167,493	70,876
Seminars / Workshop / Exhibitions / Symposiums	49,320	27,316
Excise Duty (General Fund)	1,906,000	1,578,000
Excise Duty (Office Bhaban Nirman FDR)	240,000	115,000
Excise Duty (Gratuity Fund)	-	3,000
Team Building Workshop	917,899	955,019
Publications (Library & Documentation)	419,726	293,865
Training Expenses of NGOs Representative	219,130	-



Particulars	Amount in Taka	
	2022-2023	2021 - 2022
Prize Distribution Ceremony	32,301	29,294
Protection Material Purchase	2,235	10,280
Vehicle Purchase	-	75,636
Furniture Purchase	16,780	40,707
Computer & Accessories Purchase	137,784	254,281
AC purchase	137,000	145,500
Audit Fee	57,000	57,500
Income Tax Deducted on BNF Office Bhaban Nirman FDR	1,749,929	1,155,686
Income Tax Deducted on Gratuity Fund FDR	32,189	28,218
Investment in Gratuity Fund FDR	4,019,990	3,746,627
Expenses of Office Building Construction	50,000,000	55,498,146
Investment in BNF Office Bhaban Nirman FDR	142,313,241	42,182,374
Investment in FDR (General)	50,000,000	45,000,000
Miscellaneous Expenses	24,563	146,090
Total Payments	615,446,683	568,681,890
CLOSING BALANCE		
Cash in Hand	216,637	40,000
Cash at Bank	331,039,649	339,180,858
	331,256,286	339,220,858
TOTAL	946,702,969	907,902,748


Chairman
Bangladesh NGO Foundation (BNF)


Managing Director
Bangladesh NGO Foundation (BNF)

SIGN IN TERMS OF OUR ANNEXED REPORT OF EVEN DATE

Dated: Dhaka
12, December 2023


Maqbul Ahmed, FCA
ICAB Enrolment Number : 587
Partner
ATA KHAN & CO.
Chartered Accountants

DVC No: 2312120 587 A5908036



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি ভবন (৫ম তলা)

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ফোন : ০২-২২২২৮০২৩০ (হান্টিং), ২২২২৮৩১৩৯, ২২২২৮৮১১৬

ফ্যাক্স : ০২-২২২২৩৭১৪৯

E-mail : info@bnf.gov.bd

Web : www.bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngofoundation